খণ্ড ২৫ । ডিসেম্বর ২০১৪

নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

নির্যাস এর পঁচিশ বছর

brac

নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ২৫

ডিসেম্বর ২০১৪

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

গ্রন্থস্বত্ব: ব্র্যাক

প্রকাশকাল:
ডিসেম্বর ২০১৪

প্রকাশক:
ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২

প্রচ্ছদ: মো. আব্দুর রাজ্জাক

অক্ষর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা: মো. আকরাম হোসেন

মূল্য: ৫০ টাকা

মুদ্রণ:

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা: ড. মাহবুব হোসেন

সম্পাদক: ইফতেখার এ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক: আলতামাস পাশা

সদস্য: মোঃ আকরামুল ইসলাম,
শফিকুল ইসলাম,
আন্না মিন্‌জ,
কাওসার আফসানা ও
শামেরান আবেদ

নির্যাসের এ সংখ্যাটিতে ব্র্যাক আফগানিস্তানের টিইউপি কর্মসূচির তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদনসহ ২০১৩ সালের ৩টি, ২০১২ সালের ৯টি, ২০১১ সালের ১টি এবং ২০১০ সালের ১টি বাছাইকৃত গবেষণা রিপোর্ট স্থান পেয়েছে।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষক বা লেখকগণের একান্ত নিজস্ব।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

সাম্প্রতিক খবর ২

আর্থ-সামাজিক

গ্রামের কিশোরীদের মধ্যে সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারে ব্র্যাক SoFEA কর্মসূচির গুণগত মূল্যায়ন ৬

প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব ১১

ব্র্যাকের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন ১৩

সামাজিক মূলধনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে দলীয় আদর্শ এবং ব্র্যাক গ্রাম সংগঠনের ভূমিকা ১৬

বর্গাচাষী উন্নয়ন প্রকল্পের মূল্যায়ন ২২

গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির অধীনে শিক্ষা: বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা ২৭

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রান্নার উন্নত চুলা ব্যবহারের উপর একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম; চুলায় ব্যবহৃত জ্বালানি, ধোঁয়া নির্গমন ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব মূল্যায়ন ৩১

ব্র্যাক ওয়াশ-১ কর্মসূচি: অর্জন ও প্রতিবন্ধকতা ৩৫

শুষ্ক মৌসুমের সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার ৪১

কক্সবাজারে ব্র্যাক এইচআরএলএস কর্মসূচির আইন সহায়তা সেবার উপর একটি নিরীক্ষামূলক গবেষণা ৪৬

ব্র্যাক আফগানিস্তানে টিইউপি কর্মসূচির একটি তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন ৫১

ব্র্যাক কর্মীদের সামাজিক ও আবেগগত দক্ষতার একটি মূল্যায়ন ৫৩

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক

গ্রামীণ বাংলাদেশে মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে পুরুষদের জানার পরিধি এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের সঙ্গে কোন পার্থক্য আছে কী? ৫৭

মাঠ পর্যায়ে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের খরচ প্রসঙ্গে ব্র্যাক কর্মসূচির অভিজ্ঞতা ৬৩

© BRAC

সম্পাদকীয়

বর্তমানে ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ উনচল্লিশ বছরে পর্দাপণ করেছে। ব্র্যাক অবিরামভাবে এগিয়ে চলেছে একুশশতকের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় নিজের মূল মূল্যবোধসমূহ যথা- সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব, সততা ও নিষ্ঠা, সার্বজনীনতা ও কার্যকারিতাকে বজায় রেখে। উল্লেখিত মূল্যবোধসমূহকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ তার গবেষণা কার্যক্রমে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে ও অনুশীলনের উন্নতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলে আশা করা যায়।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গবেষণা যে একটি শক্তিশালী সহায়ক শক্তি তা ফুটে উঠেছে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের বিগত উনচল্লিশ বছরের গবেষণা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ তার গবেষণার ফলাফল শুধুমাত্র গবেষক, ব্র্যাকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেবার জন্য বাছাইকৃত গবেষণা রিপোর্টগুলোর বাংলা সার-সংক্ষেপ নিয়ে 'নির্যাস' ১৯৯৫ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশ করছে। এক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে ব্র্যাক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সম্প্রতি গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, রাজশাহীতে অর্ধদিনব্যাপী একটি গবেষণা ফলাফল অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কারণ যাদের হাত দিয়ে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হয় কর্মসূচির মূল্যায়িত ফলাফল তাদের জানা দরকার। বর্তমানে শুধু ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরাই নয় দেশের উন্নয়ন পেশাজীবী সমাজ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এবং সুধীজনরাও নির্যাসের মাধ্যমে অনেক তাৎক্ষণিক তথ্য জানতে পারছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, 'নির্যাস'- বিগত উনিশ বছরব্যাপী তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান সংখ্যাটি নির্যাসের ২৫তম খণ্ড। বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে আর্থ-সামাজিক বিষয়ক বারোটি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক দুইটি গবেষণা নিবন্ধ।

প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং বিশ্লেষণী সহায়তা প্রদানের প্রাথমিক দায়িত্বপালনসহ গবেষণা বিভাগ ব্র্যাকের উন্নয়ন কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, অগ্রগতি অবলোকন, সংস্থার সাফল্য ও অর্জনসমূহের প্রামান্যকরণ এবং এর প্রভাব ও গুরুত্ব মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া এই বিভাগ কৃষি, দারিদ্র, খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি, প্রজননস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, ক্ষুদ্রঋণ, সামাজিক উন্নয়ন এবং জেন্ডার ও মানবাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট গবেষণা করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে এসব গবেষণা ফলাফল অবহিতকরণে নিয়মিতভাবে ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারসমূহে অবস্থিত গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের ডিসপ্লে বোর্ডে বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনা করা হয়।

সাম্প্রতিক খবর

এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন-২০১৩ প্রকাশ

ঢাকাস্থ এলজিআরডি ভবনের আরডিসি মিলনায়তনে গত ২৫ মে ২০১৪ তারিখে 'নব রূপকল্প: পুরনো চ্যালেঞ্জসমূহ শিরোনামে ১৪৬ পৃষ্ঠার এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানে এডুকেশন ওয়াচের পক্ষে মুখ্য গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, জরিপের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেড় হাজার। জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ১৫ শতাংশ সরকারি এবং ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য আলাদা কোনো শ্রেণীকক্ষ নেই। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী গবেষণার উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, দেশে বিদ্যমান প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার ওপর একটি বেইজলাইন করা হয়, যা ভবিষ্যতে এই শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি দেখতে সহায়ক হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ বলেন, প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার ধরন ভিন্ন। এটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা। এর জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ বরাদ্দের প্রশ্ন যেহেতু জড়িত রয়েছে, তাই প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব এনজিওগুলোর হাতে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। প্রকাশনা উৎসবে আরো বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সচিব কাজী আখতার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ ও বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দূতাবাসের প্রথম সচিব লিবুজে সকোপোভা।

ব্র্যাকের গবেষণা ফলাফল অবহিতকরণ কর্মশালা-২০১৪

গত ২৫ জুন ২০১৪ ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার রাজশাহীতে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে একটি গবেষণা ফলাফল অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি, শিক্ষা কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, সিড এন্টারপ্রাইজ, কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা কর্মসূচি, বিসিইউপি, জেন্ডার জাস্টিস এন্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির আঞ্চলিক ম্যানেজার ও সেক্টর স্পেশালিস্টগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগের কমিশনার জনাব হেলালউদ্দীন আহমদ। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালকের উপদেষ্টা ড. মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রকাশক ড. দেওয়ান মোহাম্মদ শাহরিয়ার ফিরোজ ও পবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজ্জাকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মসূচি প্রধান সমীর রঞ্জন নাথ। কর্মশালায় ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মকর্তা ছাড়াও আরো অংশগ্রহণ করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পবার মেডিক্যাল অফিসার, জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসের ইন্সপেক্টর, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের প্রশিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের সংবাদকর্মীবৃন্দ। কর্মশালার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করেন গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মসূচি সমন্বয়ক ইফতেখার এ. চৌধুরী।

কর্মশালার কার্যকরী অধিবেশনে গবেষণা সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল বায়েস। এছাড়া গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের গবেষক তাহেরা আক্তার, ফাতেমা জহুরা খাতুন, সওকত গনি, মারুফ এম হোসেন, রুমানা আলী এবং মো: মাহবুবুল কবির যথাক্রমে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি, কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচি, স্বাস্থ্য, বর্গাচাষী উন্নয়ন কার্যক্রম, জেন্ডার সহিংসতা এবং শিক্ষাবিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করেন।

বর্গাচাষীদের ওপর পরিচালিত গবেষণা ফলাফল অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মার্চ ২০১৪, বর্গাচাষীদের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভণর ড. আতিয়ুর রহমান, তার পাশে উপবিষ্ট আছেন (বাম থেকে) ড. এম এ মালেক, গবেষণা সমন্বয়ক আরইডি, ড. মাহবুব হোসেন, ব্র্যাক নির্বাহী পরিচালকের উপদেষ্টা, প্রফেসর আবদুল বায়েস, প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবু আহসান মিশু, আরইডি।

গত ১৫ মার্চ ২০১৪, ঢাকার ব্র্যাক সেন্টারে 'বর্গাচাষীদের দেওয়া ঋণ কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের এই জাতীয় কর্মশালায় বেইজলাইন ও মিড লাইন গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালকের উপদেষ্টা ড. মাহবুব হোসেন। কর্মশালায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর আবদুল বায়েস তাঁর 'গ্রামীণ ঋণ বাজার: আদমশুমারি এবং নমুনা পুনঃজরিপ' শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্গাচাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এবং আর্থিক সেবার চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কর্মশালায় গবেষণা বিভাগের মো: আবদুল মালেক বেইজলাইন জরিপের ফলাফল উপস্থাপনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে দরিদ্র পরিবারের মহিলা সদস্যগণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও তার বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছেন। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। ঋণ গ্রহণকারী পরিবার সময়মত ঋণের কিস্তি দিতে পারছেন। তবে বর্গাচাষীরা ব্যাপকভাবে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। মাত্র ৩৪ শতাংশ বর্গাচাষী খানা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত, অপরদিকে মাত্র ৪ শতাংশ যেকোনো প্রকার কৃষি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

কর্মশালায় আবু আহসান মিশু 'বর্গাচাষ, জীবিকা এবং ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা' শীর্ষক মধ্যবর্তী গুণবাচক গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপনা করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশের ব্যাংকগুলো এখনও পুরোপুরি কৃষিবান্ধব না হওয়ায় কৃষকদের ঋণ দিতে অনীহা প্রকাশ করছে। তবে ব্যাংকগুলোকে নিয়ম করে কৃষকদের ঋণ দিতে

বাধ্য করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। কর্মশালায় ড মাহবুব হোসেন বলেন, বর্গাচাষীদের জন্য ঋণ কার্যক্রম বাড়ানোর একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে, এখানে কোনো কর্মী বেশিদিন কাজ করতে চান না। বড় ডিগ্রি নিয়ে অন্য জায়গায় ক্যারিয়ার গঠনে সচেষ্ট থাকেন।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৬-১০

গ্রামের কিশোরীদের মধ্যে সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারে ব্র্যাক SoFEA কর্মসূচির গুণগত মূল্যায়ন*

মো. কামরুজ্জামান, নুসরাত জয়তুন হোসেন, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য, আরেফিন আখতার, ওয়ামেক রাজা চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও নারায়ণ সি দাস

গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোরী ক্লাবসমূহ মেয়েদের সঙ্গে তাদের অভিভাবক, প্রতিবেশি, বন্ধু এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপনে যথেষ্ট সফল হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও ছিল, যা গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খুব সাধারণ ব্যাপার।

গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, সময়ের প্রেক্ষাপটে কিশোরীরা ক্লাবের প্রতি একটি মালিকানার ধারণা পোষণ করছে, যদিও সাধারণভাবে তারা এখনও যথেষ্ট আস্থাবান নয় যে ভবিষ্যতে নিজেরাই ক্লাব পরিচালনা করতে পারবে। এসব কিশোরীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ব্র্যাক SoFEA কর্মসূচির এখনও যথেষ্ট দায়িত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

কিশোরীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ব্র্যাক ২০০৯ সালে একটি সৃজনশীল উদ্যোগ চালু করেছে যা 'Social and Financial Empowerment of Adolescents' বা SoFEA নামে পরিচিত। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোরীদের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ন ঘটানো। এক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে 'সামাজিক নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলা হয় যাতে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সহজ হয়ে যায়। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ ছাড়াও ব্র্যাকের কিশোরী ক্লাবগুলো সদস্যদের জন্য সামাজিক ও আইনী সচেতনতার অনুশীলন ক্লাস পরিচালনা করে থাকে। সে সঙ্গে জীবন-দক্ষতামূলক কর্মসূচির প্রশিক্ষণ, জীবিকা নির্বাহ প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক সাক্ষরতার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই গুণগত অনুসন্ধানে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত: এই কর্মসূচির প্রভাবে কিশোরীদের সামাজিক নেটওয়ার্কে কি পরিমাণে রূপান্তর ঘটেছে তা নির্ধারণ; দ্বিতীয়ত: কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কিশোরীদের ওপর অর্থনৈতিক জ্ঞানের প্রভাব কি রকম পড়েছে (বিশেষত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভালোভাবে জানা এবং ভবিষ্যতে এ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে) তা জানা। এক্ষেত্রে এসব কিশোরীরা তাদের সমাজের ভেতরে নেটওয়ার্ক গঠনে কতটুকু সক্ষম তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখা গেছে, কিশোরী ক্লাবসমূহ মেয়েদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকদের, প্রতিবেশীদের, বন্ধুদের এবং সমাজের মানুষের শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপনে যথেষ্ট সফল হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও ছিল যেমন; বাল্যবিবাহ, আত্মীয়স্বজনের ভ্রান্ত ধারণা এবং কন্যা সন্তানের নিরাপত্তা ও ভালো যাতে হয় সে বিষয়ে উৎকণ্ঠা থাকা- যা গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খুব সাধারণ ব্যাপার।

*'Social network and financial literacy among rural adolescent girls: qualitative assessment of BRAC's SoFEA programme' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, সময়ের প্রেক্ষাপটে কিশোরীরা ক্লাবের প্রতি একটি দায়বদ্ধতার মনোভাব পোষণ করে। যদিও সাধারণভাবে তারা এখনও যথেষ্ট আস্থাবান নয় যে, নিজেরাই ক্লাব পরিচালনা করতে পারবে কী'না। তাই এসব কিশোরীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ব্র্যাক SoFEA কর্মসূচির এখনও যথেষ্ট দায়িত্ব বিদ্যমান রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্র্যাক SoFEA ক্লাবের কার্যক্রম কিশোরী মেয়েদের উৎসাহিত করেছে সামাজিকীকরণে এবং উন্নতি ঘটিয়েছে তাদের আর্থিক বিষয়ক ধ্যান-ধারণার। ক্লাবে কিশোরীদের সদস্যপদ তাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও একাগ্রতা জাগিয়েছে এবং নিজের পরিবারে তাদের অবস্থান দৃঢ় করেছে। গবেষণা অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম এসব কিশোরীদের অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের ক্লাবের সদস্য হতে দিতে চাইতেন না। তারা মনে করতেন এতে অযথা সময় নষ্ট হবে। মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবেও তারা শঙ্কিত হতেন। দেখা যায় যে, মেয়ে সন্তান ও তাদের অভিভাবকরা যত বেশি প্রণোদনা পায় সদস্য হবার প্রতি ততই তাদের প্রতিশ্রুতি বেড়ে যায়। সদস্য হবার ক্ষেত্রে কিশোরী ক্লাব থেকে সদস্যদের বাড়ির দূরত্ব প্রভাব বিস্তার করে। নিরাপত্তার প্রশ্নটি এক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠে। তবে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, পরীক্ষার সময়ে বা ফসল কাটা ও ঘরে তোলার সময়ে মেয়েরা নিয়মিতভাবে কিশোরী ক্লাবে আসা বন্ধ করে দেয়। কখনও বা অভিভাবকরাই বছরের ব্যস্ততম সময়ে তাদের মেয়েদের ক্লাবে আসতে বাধা দেয়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিভাবকরা সাধারণত তাদের মেয়েদের ক্লাবে পাঠাতে বেশ উৎসাহবোধ করে। কারণ ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ খানার আয় বাড়াতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাব ফেলে। নিজেদের চাহিদা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসীভাব ফুটে উঠে মেয়েদের মধ্যে ক্লাবের কার্যক্রমে যুক্ত হবার মধ্য দিয়ে। ক্লাবের মাধ্যমে মেয়েরা যেসব জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করছে তাতে নিজ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তারা উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে। এসকল কার্যক্রম ক্লাবের সদস্যদের ও তাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশিদের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, SoFEA ক্লাবগুলোর প্রতি মেয়েদের মধ্যে উচ্চমাত্রার মালিকানাবোধ বিদ্যমান। অবশ্য মেয়েদের কাছ থেকে ভিন্নতর বার্তা এসেছে যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে সদস্যরা নিজেরাই ক্লাব পরিচালনা করতে পারবে কী'না। কতিপয় সদস্য এক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হলেও, বাদবাকীরা তেমন আত্মবিশ্বাসী ছিল না। অভিভাবকরাও এক্ষেত্রে তাদের হতাশাপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

সাধারণত এসব কিশোরীদের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং বাসস্থানের পরিবর্তন এর কারণ

SoFEA কর্মসূচির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাক্ষরতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। এই প্রশিক্ষণটির পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তা মেয়েদেরকে মৌলিক অর্থনৈতিক স্বাক্ষরতা প্রদানে সক্ষম হয়। এটি মেয়েদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অনুবর্তী প্রক্রিয়া হিসেবে সামাজিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করবে। মৌলিক আর্থিক বিষয়সমূহে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো মেয়েদের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যা তাদের আত্মবিশ্বাস এবং প্রণোদনার স্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়াও ব্যাপক পরিধিতে বন্ধু পছন্দের ক্ষেত্রে মেয়েদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, বিশেষত পুরুষ বন্ধুর ক্ষেত্রে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা সুনির্দিষ্টভাবে আশা করেন যে তাদের মেয়েরা এমন মেয়েদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করবে যারা নিজেরাও ভালো ছাত্রী। তদুপরি, এসব মেয়েরা কদাচিৎ কোন ধরনের বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারে, যেহেতু তাদের জীবনযাত্রা খানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারা তাদের পরিবারের সদস্য এবং বেশি হলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে আবার টেলিভিশন দেখাই তাদের একমাত্র বিনোদন হয়ে দাঁড়ায়। SoFEA কর্মসূচির কার্যক্রমের কারণে মেয়েরা উপভোগ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এমন একটি প্ল্যাটফর্মের যার দ্বারা তারা এমন সব মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে স্বাভাবিকভাবে যা সম্ভবপর ছিল না। এই কার্যক্রম মেয়েদের বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি গঠনমূলক পথ দেখিয়ে দেয়। যেহেতু অভিভাবকরা 'ভালো' ছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্বকে বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন, তাই বেশি বেশি 'ভালো' ছাত্রী ক্লাবের সদস্য হিসেবে পাওয়া অভিভাবকদের কাছে SoFEA ক্লাবের সদস্যপদকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। এর ফলে অভিভাবকরা ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের মেয়েদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে। তাই পড়ালেখায় ভালো ছাত্রীদের জন্য SoFEA ক্লাবকে আরো আকর্ষণীয় করতে হবে। আর তা করতে হলে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেসব মেয়ে ভালো ফল করছে তাদের জন্য যে কোন প্রকার বৃত্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা করা গেলে অন্যান্য যারা পড়ালেখায় কম ভালো করেছে তারাও বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আরো ভালো ফল করার চেষ্টা করতে উৎসাহিত হবে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, SoFEA ক্লাবগুলোর প্রতি মেয়েদের মধ্যে উচ্চমাত্রার মালিকানাবোধ বিদ্যমান। অবশ্য মেয়েদের কাছ থেকে ভিন্নতর বার্তা এসেছে যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে সদস্যরা নিজেরাই ক্লাব পরিচালনা করতে পারবে কী'না। কতিপয় সদস্য এক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হলেও, বাদবাকীরা তেমন আত্মবিশ্বাসী ছিল না। অভিভাবকরাও এক্ষেত্রে তাদের হতাশাপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

সাধারণভাবে সমাজের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রামীণ কিশোরীদের সীমিত সুযোগ থাকে। ফলে তারা বেশ লাজুক

প্রকৃতির হয়। কিন্তু ক্লাবে যোগদানের পরে এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। চারপাশের মানুষের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের লাজুক ভাব কমে এবং তারা বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে। ফলে সমাজের মানুষও তাদের মূল্য দিতে আরম্ভ করে। এছাড়া ক্লাবের কার্যক্রম শুরু হলে ক্লাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমাজের মধ্যে থেকে বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায় এবং তখন এক্ষেত্রে সমর্থনও মেলে। অবশ্য কিশোরী ক্লাবের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ব্র্যাক বিদ্যালয়সমূহ এবং অন্যান্য ব্র্যাক কর্মসূচিসমূহ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে অনুমিত হয় যে, কিশোরী ক্লাবসমূহ SoFEA কর্মসূচির আওতায় যথেষ্ট সফল হয়েছে মেয়ে সদস্য এবং তাদের অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে দৃঢ় করতে।

SoFEA কর্মসূচির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে অর্থনৈতিক সাক্ষরতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। এই প্রশিক্ষণটির পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তা মেয়েদেরকে মৌলিক অর্থনৈতিক সাক্ষরতা প্রদানে সক্ষম হয়। এটি মেয়েদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অনুবর্তী প্রক্রিয়া হিসেবে সামাজিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করবে। মৌলিক আর্থিক বিষয়সমূহে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো মেয়েদের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যা তাদের আত্মবিশ্বাস এবং প্রণোদনার স্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। কতিপয় বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া অংশগ্রহণকারী মেয়েরা জানিয়েছে যে, আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ ও সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে তারা ভালো অবস্থানে রয়েছে। আর্থিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের পরে অনেক ক্লাব সদস্যই বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ শুরু করেছে, যেমন হাঁস-মুরগি এবং গরু-ছাগল পালন ইত্যাদি। ক্লাবে থাকাকালীন মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের জীবনধর্মী অর্থোপার্জনমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং আয়বর্ধক কাজ অব্যাহত রাখতে সেগুলো ব্যবহার করেছে। ক্লাব কার্যক্রমের অতিরিক্ত প্রভাব হিসেবে দেখা গেছে যে, অনেক মেয়ে যারা ক্লাবের সদস্য ছিল না, কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিখে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ শুরু করেছে।

উপসংহার

সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে অনুমিত হয় যে, কিশোরী ক্লাবসমূহ SoFEA কর্মসূচির আওতায় যথেষ্ট সফল হয়েছে মেয়ে সদস্য এবং তাদের অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে দৃঢ় করতে। ক্লাবসমূহ মেয়েদের সামাজীকরণের একটি স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

যেখানে মেয়েরা তাদের অবসর সময় কাটাতে পারছে ফলপ্রসূ কাজের মাধ্যমে। ক্লাবের কতিপয় কার্যক্রম যেমন বই ধার নেওয়া বা বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ অসদস্যদের জন্যও উন্মুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, বহু মেয়েই বর্তমানে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করেছে, ফলে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে বিপুলভাবে, আর তা কেবলমাত্র তাদের নিজ পরিবারেই ঘটেনি, বরং মোটা দাগে বলতে গেলে সমাজের ভেতরেও তাদের বিশাল ক্ষমতায়ন ঘটেছে। ক্লাবের প্রতি মেয়েদের একটা মালিকানা বোধ জন্মালেও এখন তারা নিজে নিজে ক্লাব পরিচালনার জন্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয় নি। ব্র্যাকের SoFEA কর্মসূচিকে এক্ষেত্রে এখনও মেয়েদের মধ্যে স্বাধীন সত্তা বিকাশে কাজ করে যেতে হবে। কর্মসূচির বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সম্পর্কে ভাবতে হবে বা উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যা ক্লাব সদস্যদের মধ্যে মালিকানা বোধকে দৃঢ় করতে সহায়তা করবে। আর তা'হলে এসব কিশোরী সদস্য তাদের নিজস্ব যৌথ শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতায়ন করতে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে ক্লাবসমূহ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং টেকসইভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে, এমনকি যদি এক্ষেত্রে ব্র্যাকের সহায়তা নাও থাকে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:১১-১২

প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব*

সমীর রঞ্জন নাথ

গবেষণায় দেখা যায়, যে ১৫.৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তাদের প্রায় সবাই (৯৫.৫%) একবছর মেয়াদী শিক্ষা পেয়েছে, আর বাকিরা পেয়েছে দু'বছর মেয়াদে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে কোন তারতম্য দেখা যায় নি। তাই সংগত কারণেই শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা বেশি দেখা গেছে, যদিও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এর কোন তারতম্য ছিল না।

প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব হয়তো আছে, তবে এটাই একমাত্র উপাদান বা কারণ তা বলা যাবে না। কারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, এবং স্কুল ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় ওতোপ্রতোভাবে জড়িত রয়েছে এই শিখন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেলেই যে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা অর্জন করবে তা কিন্তু হলফ করে বলা যাবে না। এই দক্ষতা অর্জনের সাথে আরো অনেক বিষয় জড়িত। যেমন মাধ্যমিক স্কুলের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তাদের প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা বেড়েছে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ব্র্যাক-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মাত্র ১৫.৩ শতাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরাই এ সুযোগ পেয়েছে বেশি। যাই হোক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান ও শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোন প্রভাব আছে কি না তা যাচাই-এর জন্য ২০১০ সালে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়। এই গবেষণায় 'এডুকেশন ওয়াচ' ২০০৮ এর উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। সারা দেশের ৪৪০টি প্রাথমিক স্কুলের ৭,০৯৩ জন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর শিখন দক্ষতা অর্জন-এর উপর পরীক্ষা নেয়া হয়। এছাড়াও তাদের বাড়ি-ঘর ও স্কুল সংক্রান্ত তথ্যাদিও গবেষণার জন্য সংগ্রহ করা হয়। আমাদের দেশে দশ ধরনের প্রাথমিক স্কুল রয়েছে তার মধ্যে ছয় ধরনের স্কুলের তথ্য ২০০৮ এর 'এডুকেশন ওয়াচ' ভাণ্ডারে রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল, প্রাথমিক সংযুক্ত মাধ্যমিক স্কুল, এবং এবতেদায়ী সংযুক্ত উচ্চ মাদ্রাসা। প্রাথমিক স্তরের প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীই (৯৬%) এই ছয় ধরনের স্কুলে লেখাপড়া করে থাকে। যে ১৫.৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তাদের প্রায় সকলেই (৯৫.৫%) একবছর মেয়াদী শিক্ষা পেয়েছে, আর বাকিরা পেয়েছে দু'বছর মেয়াদে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে কোনো তারতম্য

*The role of pre-school education on learning achievement at primary level in Bangladesh' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন হাসান শরীফ আহমেদ।

দেখা যায় নি। সংগত কারণেই শহরের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা বেশি দেখা গেছে, যদিও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এর কোন তারতম্য ছিল না। যে সকল শিশুরা কম বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছে তাদের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নেয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। একই প্রবণতা দেখা গেছে খানার খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থার সাথে, যেমন খাদ্যে উদ্বৃত্ত খানার সন্তানদের মাঝে এই প্রবণতা বেশি। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের শিক্ষা যে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা এক্ষেত্রেও দেখা গেছে। মা যত বেশি শিক্ষিত প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের হার তত বেশি। শিক্ষিত পিতার সন্তানের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে প্রযোজ্য, যদিও শিক্ষিত মায়ের সন্তানের ক্ষেত্রে এ হার একটু বেশি। আবার মুসলিমদের চেয়ে অমুসলিমদের মাঝে (১৫ বনাম ১৭.১%) এবং ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির চেয়ে বাঙালিদের মাঝে (২.৫ বনাম ১৫.৬%) এই প্রবণতা বেশি লক্ষ করা গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদে লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রাথমিক সংযুক্ত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই হার সবচেয়ে বেশি (৩৭%) এবং উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে সবচেয়ে কম (২.৩%)।

যে সকল শিশুরা কম বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছে তাদের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নেয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। একই প্রবণতা দেখা গেছে খানার খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থার সাথে, যেমন খাদ্যে উদ্বৃত্ত খানার সন্তানদের মাঝে এই প্রবণতা বেশি। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের শিক্ষা যে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা এক্ষেত্রেও দেখা গেছে। মা যত বেশি শিক্ষিত প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের হার তত বেশি। শিক্ষিত পিতার সন্তানের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে প্রযোজ্য, যদিও শিক্ষিত মায়ের সন্তানের ক্ষেত্রে এ হার একটু বেশি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব হয়ত আছে, কিন্তু এটাই যে একমাত্র উপাদান বা কারণ তা বলা যাবে না। কারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, এবং স্কুল ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ওতোপ্রতোভাবে জড়িত রয়েছে এই শিখন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে। প্রাথমিক স্তরে শিখন দক্ষতা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কী ধরনের বা কতটা প্রভাব রয়েছে তা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে নির্দিষ্টভাবে বলতে হলে আরো নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:১৩-১৫

ব্র্যাকের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন

মো. আব্দুল আলিম, মোসাম্মত আশরাফুন নাহার ও ফাতেমা জহুরা খাতুন

বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে ব্র্যাক একটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয় যা Adolescent Development Programme বা ADP নামে পরিচিত। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির আওতাধীন এই প্রকল্প সরকারের দু'টি মন্ত্রণালয়ের সাথে যুগপৎ কাজ করছে। মন্ত্রণালয় দু'টি হচ্ছে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এই প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক পাস করা কিশোর-কিশোরীদের অর্জিত শিক্ষা ধরে রাখা, নাচ-গান, খেলাধুলা ও গল্প-গুজব-এর মাধ্যমে একে অন্যের সাথে পরিচিত হওয়া এবং সর্বোপরি মত বিনিময়ের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ব্র্যাক বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করে। যেমন, নিরাপদ কিশোরী কেন্দ্র - যেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের বই/সাময়িকী/খবরের কাগজ পড়তে পারবে, খেলাধুলা করতে পারবে, এবং সামাজিক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও করতে পারবে। জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের হাতে-কলমে জীবনধর্মী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, বিয়ে, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা ও তাদের আইনি অধিকার সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় যে, যেসকল এলাকায় ADP চালু করা হয়েছে, সেখানকার কিশোর-কিশোরীরা গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ বৈষম্যমূলক জ্ঞান তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনে তা অধিকতর সফলতার সাথে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ইতোপূর্বে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়-এর উপর একাধিক গবেষণা করেছে। বর্তমান গবেষণাটি ২০১২ সালে সম্পন্ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার পর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞানের পরিমাপ করা এবং তারা কিভাবে অর্জিত এই জ্ঞান তাদের নিজেদের জীবনে কাজে লাগিয়েছে তা জানা এবং কাজে লাগাতে না পারলে তার কারণও জানা। এই লক্ষ্যে কর্মসূচি এলাকার যেখানে ADP চালু করা হয়েছে এবং কন্ট্রোল এলাকার যেখানে ADP চালু করা হয় নাই সেখানকার ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

দেখা গেছে, যেসকল এলাকায় ADP চালু নেই সেখানকার কিশোর-কিশোরীরা বয়ঃসন্ধিকালের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যমূলক জ্ঞান ও জানাশোনা থেকে পিছিয়ে আছে। ADP কর্মসূচি চালুর কারণে এসকল এলাকায় এবং এলাকার বাইরেও এ সম্পর্কিত জ্ঞান বিস্তার লাভ করবে।

*'How the adolescents applied their learning in their lives: an evaluation of the adolescent development programme of BRAC' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন হাসান শরীফ আহমেদ।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

গবেষণার ফলাফলে জানা যায় যে, যে সকল এলাকায় ADP চালু করা হয়েছে সেখানকার কিশোর-কিশোরীরা গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ বৈষম্যমূলক জ্ঞান তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনে তা অধিকতর সফলতার সাথে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। যে সকল এলাকায় ADP নেই সেখানকার কিশোর-কিশোরীরা বয়ঃসন্ধিকালের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বৈষম্যমূলক জ্ঞান-এর ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ফলে এ সকল ক্ষেত্রে বাস্তবজীবনে তারা পুরোনো ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে আচার-আচরণ করে থাকে। এই কর্মসূচির কারণে এসকল এলাকায় এবং এলাকার বাইরেও জ্ঞান বিস্তার লাভ করছে। সুতরাং এই ধরনের কর্মসূচি ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও চালু করা যেতে পারে।

যে সকল এলাকায় ADP চালু করা হয়েছে সেখানকার কিশোর-কিশোরীরা গর্ভকালীন স্বাস্থ্য ও লিঙ্গ বৈষম্যমূলক জ্ঞান তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনে তা অধিকতর সফলতার সাথে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। যে সকল এলাকায় ADP নেই সেখানকার কিশোর-কিশোরীরা বয়ঃসন্ধিকালের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বৈষম্যমূলক জ্ঞান-এর ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ফলে এ সকল ক্ষেত্রে বাস্তবজীবনে তারা পুরোনো ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে আচার-আচরণ করে থাকে।

ADP ভুক্ত ও ADP ভুক্ত নয় এমন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ADP ভুক্ত এলাকার অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞানের মাত্রা ADP ভুক্ত নয় এমন এলাকার চেয়ে বেশি ছিল। ADP ভুক্ত এলাকায় জ্ঞানের স্তর ADP ভুক্ত নয় এমন এলাকার চেয়ে উৎকৃষ্টমানের ছিল এবং এই জ্ঞানের স্তর গভীর ছিল। অপরপক্ষে উভয় এলাকাতেই জেন্ডারগত ভূমিকা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাওয়া গেছে।

অংশগ্রহণকারীদের জীবনযাত্রায় জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, অংশগ্রহণকারীরা তাদের লব্ধ জ্ঞান খানার সদস্যদের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিনিময় করে থাকে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিকটজনদের প্রজনন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোন অভ্যাস না করার জন্য বোঝাতে সচেষ্ট থাকে। ইতিবাচক জেন্ডারগত ভূমিকা এবং সম্পর্ক গড়তেও তারা বুঝিয়ে থাকে। গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, ADP ভুক্ত এবং ADP ভুক্ত নয় এমন এলাকায় অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ADP ভুক্ত নয় এমন এলাকার অংশগ্রহণকারীরা প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে

কম সচেতন ছিল। জেন্ডারগত ভূমিকা এবং সম্পর্কও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে উক্ত জ্ঞান বিনিময় ও প্রয়োগ না করার ক্ষেত্রেও বহু কারণ কাজ করেছে। প্রজনন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিশেষত শারীরিক পরিবর্তনসমূহ, মাসিক বা স্বপ্নদোষ, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হওয়াতে এবং পিতৃতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহ এসব বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার অনুমোদন না দেওয়ায় এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থেকেই যায়। আবার আলোচনার সময়ে কিশোরীদের মা অথবা দাদি-নানী উপস্থিত থাকায় খোলামেলা আলাপ সম্ভবপর হয় না। এমন অবস্থায় ADP ভুক্ত এবং ADP ভুক্ত নয় এমন এলাকার কিশোরীরা উল্লেখিত বিষয়ের আলাপ-আলোচনায় যথেষ্ট অনিচ্ছুক ছিল।

ADP কর্মসূচিতে শুধুমাত্র ADP ভুক্ত এলাকার ছেলেমেয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করলেই হবে না, এক্ষেত্রে সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতেও কাজ করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী আচরণেও পরিবর্তন আসবে। কমবে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং যৌন হয়রানি।

জেন্ডার ও জেন্ডার বিষয়ক বৈষম্য সম্পর্কে ADP ভুক্ত ছেলে-মেয়েরা, তাদের মায়েরা এবং গ্রামের প্রভাবশালীরা লোকেরা পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষত অভিভাবকদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে। এসব বিষয়ে আলোকপাত স্বত্বেও জেন্ডার বিষয়ে পার্থক্য বা বৈষম্য এসব খানাগুলোতে স্পষ্টত বিদ্যমান ছিল। ADP ভুক্ত নয় এমন এলাকায় প্রায় সকল কিশোর-কিশোরী জেন্ডার ও জেন্ডারগত বৈষম্য সম্পর্কে অসচেতন ছিল।

উপসংহার

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে বলা যায় যে, ADP কর্মসূচিতে শুধুমাত্র ADP ভুক্ত এলাকার ছেলেমেয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করলেই হবে না, এক্ষেত্রে সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতেও কাজ করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী আচরণেও পরিবর্তন আসবে। কমবে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং যৌন হয়রানি। কারণ জানার পরিধি বৃদ্ধি পেলে আচরণে তার প্রভাব দেখা দেবে যদিও বিভিন্ন কারণে কখনওবা এমনটি নাও হতে পারে। ব্র্যাকের কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির উচিত হবে তাদের কার্যক্রমে অভিভাবক, বাবা-মা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সমাজের নেতৃত্বস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা। এমনটা করা হলে উল্লেখিত মানুষগুলোর মনের মধ্যে গ্রথিত হয়ে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে এবং তখন তারাও বর্ধিত হারে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে একে শক্তিশালী করবে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:১৬-২১

সামাজিক মূলধনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে দলীয় আদর্শ এবং ব্র্যাক গ্রাম সংগঠনের ভূমিকা

নাঈমা কাঈয়ুম, মৃন্ময় সমদ্দার ও রেহনুমা রহমান

গবেষণায় সামাজিক পুঁজিকে গ্রাম সংগঠনের দলীয় আচরণ নির্ধারণে সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির পাশাপাশি গ্রাম-সংগঠনগুলোর বর্তমান অবস্থাও অবলোকন করা হয়েছে। গবেষণার আওতাধীন গ্রাম সংগঠনগুলোর সাথে তুলনাধীন গ্রাম সংগঠনগুলোর তুলনা করা হয়েছে।

গবেষণাভুক্ত দলের চেয়ে তুলনীয় দলের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভঙ্গুর ছিল। গবেষণাভুক্ত দলের উপার্জন, খানার খরচ বা ব্যয় প্রবণতা বেশি ছিল এবং শিক্ষার গড় বছর বেশি ছিল। অন্যদিকে গ্রাম সংগঠন সভাপতি ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য সামান্যই দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। এই দলভিত্তিক মডেলটি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে লেনদেনজনিত খরচ হ্রাস করে এবং ঋণের ঝুঁকি প্রবণতা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণগ্রহীতার মধ্যে স্থানান্তরিত করে। একটি এনজিও হিসেবে ব্র্যাক বহুমাত্রিক ও সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে গ্রাম সংগঠন। এখানে নারী ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা বেশি। এই গ্রাম সংগঠনকে একটি সংগঠন হিসেবে উত্তরণে ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (CEP) কাজ করছে। আর এ উদ্দেশ্যেই 'Enhancing Social Capital (ESC) প্রকল্প ২০১০ সালে শুরু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করা এবং ব্র্যাকের ঋণ গ্রহিতা হিসেবে তাদের মধ্যকার অখন্ডতার উন্নয়ন ঘটানো।

এই গবেষণায় সামাজিক পুঁজিকে গ্রাম সংগঠনের দলীয় আচরণ নির্ধারণে সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির পাশাপাশি গ্রাম-সংগঠনগুলোর বর্তমান অবস্থাও অবলোকন করা হয়েছে। গবেষণার আওতাধীন গ্রাম সংগঠনগুলোর সঙ্গে তুলনাধীন গ্রাম (Comparison VOs) সংগঠনগুলোর তুলনা করা হয়েছে। উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে ৭২৮টি গ্রাম সংগঠন সভার পর্যবেক্ষণ থেকে এবং ২,৪৪৫ জন গ্রাম সংগঠন সদস্যের উপর পরিচালিত আংশিক সন্নিবেশিত সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে। গবেষণাধীন দল ও তুলনাধীন দলের মধ্যকার কিছু পার্থক্যকে ভৌগলিক এবং অবকাঠামোগত উপাদানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

এই গবেষণাটি পরিচালিত হয় সামাজিকমূলধন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচির আওতাধীন এলাকার ১০টি জেলায়। জেলাগুলো হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা, ফেনী, গাজীপুর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মৌলভীবাজার, মুন্সীগঞ্জ এবং খুলনা।

*'Group norms and the BRAC village organization enhancing social capital baseline' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

নমুনায়ন কৌশলসমূহ

তবে সামাজিক মূলধন বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিটি গ্রামীণ সংগঠন হিসেবে সংগঠিত হতে চায়, তাই এর নির্বাচিত গ্রাম সংগঠনসমূহ ছিল দুর্বল ও নিম্ন-কার্যকারিতা সম্পন্ন। গবেষণায় দৈবচয়ন (random) ও উদ্দেশ্যমূলক (purposive) নমুনায়ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে গবেষণার আওতাধীন ও তুলনাধীন গ্রাম সংগঠন নির্বাচিত করা হয়েছিল। নমুনার অন্তর্ভুক্ত ছিল গবেষণাভুক্ত ৩০০টি গ্রাম সংগঠন, তুলনাধীন দলেও একই সংখ্যক গ্রাম সংগঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল। গবেষণা প্রকল্পটি মোট আওতাধীন গ্রাম সংগঠনের ৫% কে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণাভুক্ত দলের চেয়ে তুলনাধীন দলের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভঙ্গুর ছিল। গবেষণাভুক্ত দলের উপার্জন, খানার খরচ বা ব্যয় প্রবণতা বেশি ছিল এবং শিক্ষার গড় বছর বেশি ছিল। অন্যদিকে গ্রাম সংগঠন সভাপতি ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য সামান্যই পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক জনমিতিক চিত্র

গবেষণাভুক্ত গ্রাম সংগঠনগুলোর মাসিক খানাভিত্তিক আয় ছিল ১০,২৫৬ টাকা। খানাসমূহের গড় শিক্ষা পাওয়ার বছর ছিল ৩.৬ বছর। গবেষণার আওতাধীন এলাকার প্রায় ৮২.৪ শতাংশ খানাসমূহে কমপক্ষে একজন শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় এবং ৯.৮ শতাংশ খানার কমপক্ষে একজন শিশু এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে যায়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী (৫-১৬ বছর বয়সী) শুধুমাত্র ১১.৪ শতাংশ শিশু সত্যিকার অর্থে বিদ্যালয়ে যায়।

অংশগ্রহণকারী দল ও তুলনাধীন দলের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুসমূহে এবং সম্পদে অধিকার বিষয়ক জ্ঞানে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। দেখা গেছে যে, সভাপতিরা এসব বিষয়ে সাধারণ সদস্যদের চেয়ে বেশি সচেতন ।

গবেষণাভুক্ত দলের চেয়ে তুলনাধীন দলের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভঙ্গুর ছিল। গবেষণাভুক্ত দলের উপার্জন, খানার খরচ বা ব্যয় প্রবণতা বেশি ছিল এবং শিক্ষার গড় বছর বেশি ছিল। অন্যদিকে গ্রাম সংগঠন সভাপতি ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য সামান্যই পরিলক্ষিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক মানঃ গ্রাম সংগঠন সভার বৈশিষ্ট্যসমূহ

গ্রাম সংগঠনগুলো তাদের নির্ধারিত কার্যক্রমসূহ পরিচালনা করে কদাচিৎ ও সামঞ্জস্যহীনভাবে। একের অধিক স্থান থেকে একটি গ্রাম সংগঠনের জন্য কর্মসূচি সংগঠকরা প্রায়ই ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে থাকে। কিছু কিছু গ্রাম সংগঠন সদস্য নির্দিষ্ট করা স্থানে কিস্তি প্রদান করেছে। অন্যান্যরা তাদের কিস্তি পরিশোধ করেছে পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশির মাধ্যমে। কর্মসূচি সংগঠকদের বাদবাকী কিস্তি নেওয়ার জন্য বাড়ি-বাড়ি যেতে হয়। সদস্যরা

মাঝে মধ্যে উঠান বৈঠকে বসে, তবে প্রয়োজনে, সভাপতির বাড়িতে বা বারান্দাতেও তারা বসেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গড়ে অর্ধেকেরও কম সদস্য- গবেষণাধীন দলে (৩৯.৭%) এবং তুলনাধীন দলে (৩৫.৬%) এ ধরনের বৈঠকে উপস্থিত হয়। কম উপস্থিতির কারণ ছিল কামলার কাজের কারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা, পারিবারিক সমস্যা, গ্রাম সংগঠনের মধ্যে অনৈক্য, গ্রাম সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কোন্দল/কলহ এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্ব। ভালো রাস্তাঘাটের অভাবে গ্রাম সংগঠন সভাস্থলে কিছু কিছু সদস্য দীর্ঘ পথ ভ্রমণে অনীহা প্রকাশ করে। অন্যান্য সদস্যরা ঋণের টাকা তাদের স্বামীদের ব্যবসায় খাটায় ফলে সভায় উপস্থিত হতে তাদের আগ্রহ কম থাকে। সদস্যরা তাদের কিস্তি দলীয়ভাবে পরিশোধের পরিবর্তে এককভাবে দিতে চায়, তাই এধরনের সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় প্রায় দু'ঘন্টা সময় লেগে যায়। কর্মসূচি সংগঠকরা দিনের শুরুর প্রথমেই কিস্তি সংগ্রহে বিলম্বে পড়ায় পরবর্তী সভাগুলোও দেরীতে শুরু করতে বাধ্য হয়।

দলীয় মানদণ্ডের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা: সাধারণ সদস্যদের সভাকালীন ব্যবহার

সভায় উপস্থিতি

অংশগ্রহণকারীদের ৪০ শতাংশের বেশি জানিয়েছে যে, স্থান (spot collection) থেকে কিস্তি সংগ্রহে তাদের গ্রাম সংগঠনের কোন সভা হয় নি বিগত মাসে। এই হার গবেষিত এলাকায় ছিল ৪৪.৪ শতাংশ এবং তুলনাধীন এলাকায় ৪২.৮ শতাংশ। মোটামুটিভাবে ৬৩ শতাংশ গ্রাম সংগঠন সদস্য তাদের সর্বশেষ কিস্তি নির্দিষ্টস্থানে প্রদান করে থাকে নিজেরাই অথবা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের মাধ্যমে। কার্যক্রমভুক্ত এলাকায় অংশগ্রহণকারীদের ৩০.৭ শতাংশ এবং তুলনাধীন দলের ৩৬ শতাংশ ক্ষেত্রে কর্মসূচি সংগঠকরা সদস্যদের বাসা থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করেছে। কার্যক্রমভুক্ত এলাকায় অংশগ্রহণকারী দলের ২৬.৫ শতাংশ গ্রাম সংগঠনের সদস্য ১৮ অঙ্গীকার নামা সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। অন্যদিকে তুলনাধীন দলের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ২৪.৮ শতাংশ।

ঋণের ব্যবহার

গ্রাম সংগঠন সদস্যরা তাদের প্রাপ্ত ঋণ বিভিন্নখাতে ব্যবহার করে। অংশগ্রহণকারী দলে এই ঋণের সর্বোচ্চ পরিকল্পিত ব্যবহার এবং সত্যিকার ব্যবহার হয় ব্যবসা ক্ষেত্রে। এরপর ঋণ ব্যবহৃত হয় কৃষি, খানার জিনিসপত্র ক্রয়ে, জমি অবমুক্তকরণে, খানার খরচে এবং প্রাত্যহিক খরচাপাতিতে। পরিকল্পিত ব্যবহার থেকে বাস্তবিক ব্যবহারের তুলনা করলে অংশগ্রহণকারী দলের ৫৮.৮ শতাংশ এবং তুলনাধীন দলের ৫৪.৩ শতাংশ ব্র্যাক অফিসে ঋণ গ্রহণের সময় ব্যবসা করাকে ঋণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। অধিকন্তু, ৪৫.৯ শতাংশ অংশগ্রহণকারী দল এবং ৪৩.২ শতাংশ তুলনাধীন দল তাদের গৃহীত ঋণের কিছু শতাংশ ব্যবসায় ব্যবহারের পরিকল্পনা করে। অপরদিকে অংশগ্রহণকারী দলের ৪৩.৪ শতাংশ এবং তুলনাধীন দলের ৪০.৫ শতাংশ তাদের ঋণের যে কোন শতাংশ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে।

ঋণ পরিশোধ

অংশগ্রহণকারী দলের ৮.৩ শতাংশের তুলনায় তুলনাধীন দলের এক চতুর্থাংশ (২৬.৩%) শেষ কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে।

ঋজু নেটওয়ার্ক: সম্পদে প্রবেশাধিকার

সম্পদে প্রবেশাধিকারে যথাযথ উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী দল ও তুলনাধীন দলে জ্ঞানের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ সদস্যদের তুলনায় গ্রাম সংগঠনের সভাপতিরা বেশি সংখ্যায় নির্দিষ্ট কতিপয় সেবা পেয়ে থাকে। অংশগ্রহণকারী দলের সদস্যরা এনজিও বা ব্যক্তি পর্যায়ের দাতাদের কাছ থেকে বেশি সংখ্যায় ল্যাট্রিন পেয়ে থাকে (অংশগ্রহণকারী দলে ৮.৭% এবং তুলনাধীন দলে ৪.৪%)।

অঞ্চলগত ভৌগলিক পার্থক্যে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পৃথক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অংশগ্রহণকারী দলের সদস্যরা বেশি পরিমাণ সরবরাহকৃত পানির ব্যবহার করে খানার অন্যান্য কাজে। পানি পানে সরবরাহকৃত পানি এক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। অন্যদিকে তুলনাধীন দল ব্যবহার করে খাল ও হাওরের পানি। তুলনাধীন দলের বেশিরভাগ সদস্যই হাওড় এলাকায় বসবাস করে। অংশগ্রহণকারী দলে ৭১ শতাংশের বেশি গ্রাম সংগঠন সদস্য

আর্সেনিক দ্বারা টিউবওয়েলের পানি দূষণ সম্পর্কে জানে না। তুলনাধীন দলে এ হার ছিল খুব কম, মাত্র ৫৩.১ শতাংশের। অংশগ্রহণকারী দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৬২.৬%) তাদের টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক আছে কী'না তার পরীক্ষা করিয়েছে। তুলনাধীন দলে এ হার ছিল ৫৭ শতাংশ।

অংশগ্রহণকারী দল ও তুলনাধীন দলের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুসমূহে এবং সম্পদে অধিকার বিষয়ক জ্ঞানে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। দেখা গেছে যে, সভাপতিরা এসব বিষয়ে সাধারণ সদস্যদের চেয়ে বেশি সচেতন ।

সমান্তরাল নেটওয়ার্ক

অংশগ্রহণকারী দলের প্রায় ১৯.৯ শতাংশ এবং তুলনাধীন দলের ১৮.৪ শতাংশ তাদের গ্রাম সংগঠনের সকল সদস্যের নাম জানে। গ্রাম সংগঠন সভাপতিদের একটি বড় অংশ সাধারণ সদস্যদের তুলনায় সকল সদস্যের নাম সম্পর্কে অবগত (৩৩.৩% সভাপতি, ১২.২%, সদস্য) ছিল।

সংহতি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা

অংশগ্রহণকারী দল মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন করেছে, অন্যদিকে তুলনাধীন দল গ্রামসংগঠনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন করেছে। অংশগ্রহণকারী দলের ৫৬.২ শতাংশ মনে করে যে, যদি গ্রামসংগঠনের কারো আর্থিক বা সামাজিক সমস্যা হয়, তা'হলে গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের তার সহায়তায় এগিয়ে আসা উচিত। একটি ক্ষুদ্র অংশ - এক-চতুর্থাংশ মনে করে যে, গ্রাম সংগঠন দল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের ২৪.১ শতাংশ এবং তুলনাধীন দলের ২৭.৪ শতাংশ মনে করে গ্রাম সংগঠনের কেউ সহায়তা করে না। তবে গ্রামসংগঠনের মধ্যে গ্রাম সমাজের জন্য সংহতি সাধারণভাবে গ্রামসংগঠন সদস্যদের চেয়ে বেশি ছিল।

ব্র্যাকের সাথে অভিজ্ঞতা

প্রায় অর্ধেক অংশগ্রহণকারী জানিয়েছে যে, যদি তারা কিস্তি দিতে ব্যর্থ হয় তা'হলে কর্মসূচি সংগঠক অতিরিক্ত সময় দেয় কিস্তি পরিশোধে যাতে তাদের খেলাপী ঋণ গ্রহীতা না হতে হয়। অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার চেয়ে ব্র্যাক এক্ষেত্রে দ্রুত ঋণ প্রদান করে বলে জানিয়েছে অংশগ্রহণকারী দলের ৫১.৯ শতাংশ এবং

তুলনাধীন দলের ৫৩.৮ শতাংশ। গ্রামের মহিলারা ব্র্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্র্যাকের সেবা গ্রহণের আশায়। গ্রামসংগঠনের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সদস্য হিসেবে তারা অতিরিক্ত কোন সুবিধা পায় কী'না। উত্তরে ৯৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী কোন সুবিধা না পাবার কথা জানায়, অন্যদিকে তুলনাধীন দলে এ হার ছিল ৮৯.৫ শতাংশ। খুব কম সংখ্যায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের ঋণ ব্যবহারে সম্পূরক হিসেবে যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। গ্রাম সংগঠন সভাপতিদের একটা বড় অংশ সাধারণ সদস্যদের তুলনায় বেশি প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। এ থেকে মনে করা যায় যে, প্রশিক্ষনার্থী নির্বাচনে কর্মসূচি সংগঠকদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকায় গ্রামসংগঠন নেতারা হয়তোবা খানিকটা সুবিধা পেয়েছে।

উপসংহার

বেশিরভাগ নির্বাচিত গ্রামসংগঠনে যথাযথভাবে সভা অনুষ্ঠিত হয় না। নিয়মিত সভা হলে সদস্যরা সাধারণভাবে সভায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। অনেকে অবশ্য দূরত্বের কারণে বা শ্রমমূলক কাজে নিয়োজিত থাকায় সীমিত সময়ের কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে পারে না। গবেষণা জরিপে দেখা যায় যে, কর্মসূচি সংগঠকরা কদাচিৎ নির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত করেছে। অংশগ্রহণকারী এবং তুলনাধীন দল ঋণ পরিশোধে ভিন্নতা দেখালেও সভাপতি ও সাধারণ সদস্যদের ঋণ পরিশোধে ভিন্নতা ছিল না। তুলনাধীন দলের একটি খুব উচ্চ শতাংশ শেষ কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়।

সুপারিশসমূহ

অংশগ্রহণমূলক ও তুলনাধীন দলগুলো বেশির ভাগ চলের (variable) ক্ষেত্রেই ভিন্নতা দেখিয়েছে যা অবশ্যই এন্ডলাইন মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গ্রামসংগঠন সদস্যদের মধ্যে সংহতির স্তর সাধারণভাবে কম ছিল। পুরোদলের এক-চর্তুথাংশ মনে করে যদি তাদের গ্রাম সংগঠনের কেউ বিপদে পড়ে তাহলে তার সহায়তায় কেউ এগিয়ে আসে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাস, গ্রামসংগঠনের সদস্যদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং শিক্ষাগত অবস্থা কোন পরিধি পর্যন্ত গ্রাম সংগঠন সদস্যরা উৎকৃষ্ট দলীয়মানের অনুগামী থাকবে তা প্রভাবিত করে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:২২-২৬

বর্গাচাষী উন্নয়ন প্রকল্পের মূল্যায়ন*

এম এ মালেক, মো. শাকিল আহম্মেদ, তাহসিনা নাজ খান মো. হাসিব রেজা, তানভীর শাতিল ও মো. সাজেদুর রহমান

গবেষণায় সামাজিক পুঁজিকে গ্রাম সংগঠনের দলীয় আচরণ নির্ধারণে সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির পাশাপাশি গ্রাম-সংগঠনগুলোর বর্তমান অবস্থাও অবলোকন করা হয়েছে। গবেষণার আওতাধীন গ্রাম সংগঠনগুলোর সাথে তুলনাধীন গ্রাম সংগঠনগুলোর তুলনা করা হয়েছে।

গবেষণাভুক্ত দলের চেয়ে তুলনীয় দলের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বেশি ভঙ্গুর ছিল। গবেষণাভুক্ত দলের উপার্জন, খানার খরচ বা ব্যয় প্রবণতা বেশি ছিল এবং শিক্ষার গড় বছর বেশি ছিল। অন্যদিকে গ্রাম সংগঠন সভাপতি ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য সামান্যই দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মজুরি বৃদ্ধি, উৎপাদন উপকরণের দাম বৃদ্ধি, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সমস্যা, প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের বড় কৃষি খামার ও কৃষি জমির মালিকরা খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এর ফল হিসেবে বড় কৃষি খামার ও কৃষি জমিগুলো ক্রমেই খন্ডিত হয়ে পড়েছে ও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও খামারের সংখ্যা বাড়ছে, এসব কৃষকের উৎপাদন মালিককে খাজনা প্রদান ও তাদের পরিবারের ভোগেই ব্যবহৃত হয়। এই কৃষকরা নিজেরা উৎপাদনের উপকরণ কিনে নিয়ে জমিতে ব্যবহার করার সামর্থ্য রাখে না। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে তাদের ঋণ নেওয়ার কোন সুযোগ নেই কারণ ঋণের বিপরীতে বন্ধকী দেওয়ার মত কোন সম্পদ তাদের নেই এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেওয়ার জটিলতার মধ্যেও তারা যেতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস, যেমন মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিলেও তা চড়া সুদে নিতে হয়। বিভিন্ন এনজিও-র কাছ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নেওয়াও এই দরিদ্র ভূমিহীন বর্গাচাষীদের জন্য অনুকূল নয় কারণ সাপ্তাহিক কিস্তি দেওয়ার জন্য নিয়মিত আয় তাদের নেই। বর্গাচাষীদের এই অবস্থা উপলব্ধি করে ব্র্যাক ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় তাদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক ৪৬টি জেলার ২৫০টি উপজেলার ২,৫১,০০০ কৃষকের কাছে এই ঋণ পৌঁছেও দিয়েছে।

বর্গাচাষীদের জীবন ও জীবিকার উপর এই ঋণের প্রভাব যাচাই করার জন্য ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সম্প্রতি একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উক্ত বিভাগের কৃষি অর্থনীতি গবেষণা ইউনিটের অধীনে 'Impact Assessment of Credit Programme for the Tenant Farmers' শীর্ষক এই গবেষণাটি পরিচালিত হয় ড. মোহাম্মদ আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে।

*`Impact assessment of credit programme for the tenant farmers' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্ট এবং সম্প্রতি (মার্চ-এপ্রিল ২০১৫) ইনডিপেনডেন্ট টিভিতে প্রচারিত 'বর্গাচাষীদের জন্য ঋণ' শীর্ষক লাইভ টক শো এর সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. শাকিল আহম্মেদ।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা International Initiative for Impact Evaluation (3ie)-এর অর্থায়নে ২০১২ থেকে ২০১৪ সালকে আওতাভুক্ত করে Randomized Control Trial পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। গবেষণা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিলো বর্গাচাষীদের খামারের উৎপাদনশীলতা, জীবিকা নির্বাহ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের প্রভাব মূল্যায়ন করা।

গবেষণা কার্যক্রমটি গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির সমন্বয়ে ২২টি জেলার ৪০টি উপজেলায় সম্পাদিত হয়েছে। সর্বমোট ৪,৩০১টি বর্গাচাষী কৃষি পরিবার থেকে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনার সুবিধার্থে ২০টি উপজেলার ২,১৫৫টি কৃষি পরিবারকে পরীক্ষণ এবং অপর ২০টি উপজেলার ২,১৪৬টি কৃষি পরিবারকে নিয়ন্ত্রিত (control) পরিবার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উক্ত ৪,৩০১টি কৃষি পরিবার থেকে গবেষণার উদ্দেশ্যে ২০১২ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে ভিত্তি ও সমাপ্ত বছরের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচিত কৃষকদের ভেতর থেকে ২০% কৃষক এই কৃষি ঋণ নিয়েছেন। ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৫০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকার মধ্যে। এই কৃষি ঋণের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কৃষিকাজে ব্যবহার করছে (শস্যচাষের জন্য ৪৩%, গবাদি পশুপাখি পালনের জন্য ১৪% এবং জমি ক্রয় ও লিজ নেওয়ার জন্য ৩% ব্যবহার করেছে), যা প্রচলিত যেকোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের তুলনায় সর্বোচ্চ। এই ঋণের মূল প্রভাব দেখা যায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কৃষকের আওতাধীন কৃষি জমি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। দেখা যায় যে, অন্য খানাসমূহের তুলনায় ঋণগ্রহীতা কৃষি খানাসমূহ ৬.৩২ শতক জমি বেশি চাষ করেছেন। আমন মৌসুমে ঋণগ্রহীতা খানাসমূহে হেক্টর প্রতি ০.৬৩ টন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যা সম্ভব হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন- উন্নত ধানের বীজ, কীটনাশক, সার ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে নিয়ন্ত্রিত খানার তুলনায় পরীক্ষণ খানায় ধান থেকে আয় মাথাপিছু প্রায় ৩,৪৭৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো মৌসুমে একই খানাসমূহে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ বেশি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে ধান চাষ থেকে আয় বাড়লেও রাজনৈতিক অস্থিতি শীলতা ও বাজার অব্যবস্থাপনার কারণে ধান-বহির্ভূত ফসল থেকে

আয় ততটা বাড়েনি। কর্মসূচির আওতায় ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সীমিত পরিসরে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের ফলে কৃষকদের দক্ষতাও বেড়েছে। যৌথ ফলাফল হিসেবে নিজস্ব জমির ফলন ও বর্গাচাষে প্রাপ্ত জমির ফলনের মধ্যে যে পার্থক্য এতদিন ছিল, তা হ্রাস পাওয়া শুরু করেছে।

এই প্রকল্পের একটি দুর্বল দিক হলো কৃষি ব্যবস্থাপনায় জ্ঞানের যথাযথ পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ প্রদানে অপ্রতুলতা। এই প্রকল্পে নিয়োজিত কৃষি সম্প্রসারণ কর্তাদের অনেকেই প্রকল্প ছেড়ে চলে গেছেন আরও ভালো চাকুরীর সন্ধানে।

ঋণগ্রহীতাগণ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শস্যভিত্তিক কৃষিকাজ ছাড়াও শস্য বহির্ভূত কৃষিকাজ ও অকৃষিভিত্তিক কাজের মাধ্যমে আয় বাড়িয়ে মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছেন। ঋণের ব্যবহার বহুমুখীকরণের ফলে প্রাপ্ত বাড়তি আয় থেকে কৃষক পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছে। এতে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। ভিত্তি বছরের তুলনায় সমাপ্ত বছরে সুবিধাভোগী খানাগুলো উৎপাদনশীল সম্পদে (যেমন- গরু, ছাগল, পটার হুইল ইত্যাদি) বেশি বিনিয়োগ করতে পেরেছে এবং তাদের এসব সম্পদের পরিমাণও বেড়েছে। সুবিধাভোগী খানাগুলোর স্বনিয়োজিত অকৃষিজ ব্যবসা ও নীট লাভও বেড়েছে। সময়ের ব্যবহার, বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক কাজে সময়ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত খানাগুলোর তুলনায় সুবিধাভোগী খানাগুলোর বেশি বেড়েছে। তারা স্বনিয়োজিত কর্মকাণ্ডেও অধিক সময় দিয়েছে। সুবিধাভোগী খানাগুলোর শস্য খাত থেকে, শস্য বহির্ভূত কৃষি ও অকৃষিজ খাত থেকে আয় বেড়েছে। বর্গাচাষীদের ঋণদান কর্মসূচি তাদের জীবিকা নির্বাহে দিনমজুরি থেকে স্বনিয়োজিত কাজের দিকে নিয়ে গেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই ঋণ বর্গাচাষীদের খাদ্য নিরাপত্তার উপর ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। সমাপ্ত বছরে নিয়ন্ত্রিত খানাসমূহের তুলনায় উপকারভোগী খানাসমূহে খাদ্য নিরাপত্তায় কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এই ঋণ কার্যক্রমের ফলে বর্গাচাষীরা দিনমজুরি ছেড়ে বেশি মাত্রায় ফসল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে। এক্ষেত্রে অনেক পরিবার ঋণের টাকা দিয়ে জমি বর্গা ও লীজ নিচ্ছেন, ফলে তাদের খাদ্যের অভাব

কমেছে। নিয়ন্ত্রিত খানাসমূহের তুলনায় উপকারভোগী খানাসমূহে সমাপ্ত বছরে অভাবের সময় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে ফেলার প্রবণতা কম ছিলো। যদিও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ঋণের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

বর্গাচাষীদের জন্য ঋণদান কর্মসূচির ফলে নারীর অর্থনৈতিক ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়েছে। একইসাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা এখন শুধু মজুরিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে নয়, বরং তাদের একটি বড় অংশ এখন স্বনিয়োজিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। পূর্বের গৃহিণীরা এখন শ্রমবাজারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। শুধু তাই নয়, বর্গাচাষী ঋণে অংশগ্রহণকারীদের ৬৩ শতাংশই নারী যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সাথেও জড়িত। এই ঋণদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে নারীরা উৎপাদনশীল কাজ, বিশেষ করে শস্যভিত্তিক কৃষিকাজ, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলপালন প্রভৃতি কাজে বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ করছেন এবং এসব কাজে সময় দেওয়ার পরিমাণও বাড়িয়েছেন। ঋণ গ্রহণের ফলে নারীরা তাদের শিশুদের জন্য শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন, যা দীর্ঘমেয়াদে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে জানা যায় অংশগ্রহণকারী কৃষি খানাসমূহে বর্গাচাষী ঋণ একটি সক্ষমতা বৃদ্ধিকারক হিসেবে কাজ করছে যেটা খানাসমূহের আয়ের উৎসকে দিনমজুরি থেকে স্বনিয়োজিত কৃষি এবং অকৃষি কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত করে। এভাবে খানাসমূহের পছন্দের ভিন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন- শুধুমাত্র ভোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের চাইতে উৎপাদনমুখী সম্পদে বিনিয়োগের দিকে তারা বেশি মনোযোগী হচ্ছে যেটা তাদের উপার্জনকে নিশ্চিত করতে পারে।

অবশেষে, এই গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে ধান বহির্ভূত শস্যের বাজারমূল্যের ব্যবস্থাপনার দিকে যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পেতে পারে। কৃষকদের জন্য এক্ষেত্রে শস্যবীমা (Crop Insurance) প্রচলন এবং তৃণমূল পর্যায়ে কৃষিশস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। মহিলা

কৃষকদের আরো অধিক মাত্রায় ঋণ দেয়া প্রয়োজন এবং তাদের জন্য উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কৃষি বিষয়ক ডিপ্লোমাধারীদের প্রশিক্ষণ দিতে সম্প্রসারণ কাজে নিয়োগ করা যায়। গ্রামভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তনের সাথে সাথে ব্যবসায়ের উন্নয়নকারী তৈরি করা দরকার এবং এক্ষেত্রে নারীদের প্রাধান্য দেয়া উচিত। প্রকল্পটি বৃহৎ আকারে বাস্তবায়ন করা গেলে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:২৭-৩০

গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির অধীনে শিক্ষা: বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা*

রাফিয়াত রশিদ, নাজিয়া শারমীন, নোটন চন্দ্র দত্ত ও সমীর রঞ্জন নাথ

গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে জানা। অতিদরিদ্র খানাগুলোর শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে এই কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সম্পূরক শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকের সহায়তার কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা।

গবেষণার আওতায় গ্রাম দারিদ্র বিমোচন কমিটির সদস্যদের যে রূপরেখা জানা গেছে তাতে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, বয়স, জেন্ডার, শিক্ষা ও পেশাগত বন্টনে একাধিক ধরনের মানুষ এই কমিটিতে সক্রিয় রয়েছে।

সমাজের একেবারে দরিদ্রতম নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে ব্র্যাক অতি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি[১] পরিচালনা করছে। এ কাজে সহায়তার জন্য কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি গ্রামে 'গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অন্যতম কাজ হচ্ছে কর্মসূচিভুক্ত পরিবারের শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এর অধীনে শিক্ষার্থীরা স্কুলের সংযোগ সময়ের বাইরে কিছুটা সময়ের জন্য স্কুল পাঠ্য বিষয়ে লেখাপড়ায় সহায়তা পেয়ে থাকে।

গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটিকে এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। যে গ্রামের জন্য কমিটি সেই গ্রাম থেকে ১১ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। নিজেদের কার্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে কমিটির সদস্যরা মাসে একবার মিলিত হয়। অতিদরিদ্র ও বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির উদ্ভব ঘটেছে। এক্ষেত্রে গ্রামের স্কুল শিক্ষক, ইমাম ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে বিদ্যমান দাতব্য প্রচেষ্টাসমূহকে অতিদরিদ্রদের সহায়তায় ব্যবহার করা যায়।

গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটি স্থানীয় সেবাসমূহে এবং সম্পদের ব্যবহারে অতিদরিদ্রদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়। তারা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সে সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে সচেতনতার সৃষ্টি করে। সম্পদ রক্ষা করা এবং নানা বিষয়ে উপদেশ ও সহায়তা প্রদান করা এই কমিটির কাজ। রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিলে এই কমিটি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। কমিটির একটি তহবিল আছে। তহবিল বৃদ্ধিতে নানা উদ্দ্যোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথভাবে অর্থ ব্যবহারে এ কমিটি সচেষ্ট থাকে।

---

*'Education under Gram Daridro Bimochan Committees: present status and future direction' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

[১] ব্র্যাকের অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির ইংরেজি নাম Challenging the frontiers of poverty reduction targeting the ultra poor – CFPR-TUP।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের সম্পর্কে জানা। অতিদরিদ্র খানাসমূহের শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে এই কমিটির ভূমিকা জানার চেষ্টা করা এবং সম্পূরক শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকের সহায়তার কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা। গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটি শিক্ষা ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে কিভাবে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে তার সম্ভাব্য ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায়সমূহ খুঁজে বের করা।

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ক্ষমতা ও সম্পদ এখনও পুরুষের কব্জায় রয়েছে, ফলে তাদের সমর্থন ছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোন অর্জন ছিনিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে যায়। এ অবস্থার কারণে অতিদরিদ্রদের জন্য সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে টিইউপি সদস্যরা ও ব্র্যাক কর্মীরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। যদিও অতিদরিদ্র খানাসমূহের বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূরক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে, অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও এতে অংশ নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মসূচি বহির্ভূত খানাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখিত দুটি গ্রুপের মধ্যে কোন জেন্ডারগত পার্থক্য দেখা যায় নি।

অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের শিক্ষার মান জানতে এ যাবৎ কম উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাটি ছিল সিএফপিআর-টিইউপি কর্মসূচির অধীনে শিক্ষাকার্যক্রমের উপর প্রথম গবেষণা। অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর স্কুলগামী শিশুদের জন্য সম্পূরক শিক্ষা সহায়তাকে এই কার্যক্রম গুরুত্ব দিয়েছে। গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার ফলাফল

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি ভালো দৃষ্টান্ত, বেশ কিছু ক্ষেত্রে এখনও কতিপয় সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। শিক্ষার মান বাড়াতে এখনও ব্যাপক কাজ বাকী রয়েছে।

এই গবেষণার আওতায় গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির সদস্যদের যে রূপরেখা জানা গেছে তাতে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে বয়স, জেন্ডার, শিক্ষা ও পেশাগত বন্টনে একাধিক ধরনের মানুষ এই কমিটিতে সক্রিয় রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সদস্যদের মধ্যে ব্র্যাক কর্মী এবং টিইউপি সদস্যরা ছিল দুটি বিশেষ ধরনের শ্রেণী। দারিদ্র্য বিমোচন কমিটিতে ব্র্যাক কর্মীদের চিহ্নিত করা যেতে পারে বয়সের দিক থেকে নবীনতম এবং সবচেয়ে শিক্ষিত সদস্য হিসেবে। অন্যদিকে টিইউপি'র সকল সদস্য ছিল মহিলা এবং তাদের শিক্ষার মান ছিল বেশ কম। এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী মূল কর্মসূচির সঙ্গে (যেমন, সিএফপিআর-টিইউপি) অধিভুক্ত থাকার কারণে গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির সঙ্গেও সম্পৃক্ত থাকে। কমিটির তিনটি প্রধান পদ যথা, সভাপতি, সদস্য - সচিব ও

কোষাধক্ষ্য পদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ সদস্য রয়েছেন। টিইউপি সদস্যরা কমিটিতে ছিলেন না এবং মহিলাদের অংশীদারিত্ব উক্ত কমিটিতে ২৫ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এটিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটি প্রতিফলন বলা যেতে পারে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ক্ষমতা ও সম্পদ এখনও পুরুষের কব্জায় রয়েছে, ফলে তাদের সমর্থন ছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোন অর্জন ছিনিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে যায়। এ অবস্থার কারণে অতিদরিদ্রদের জন্য সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে টিইউপি সদস্যরা ও ব্র্যাক কর্মীরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। যদিও অতিদরিদ্র খানাসমূহের বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূরক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে, অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও এতে অংশ নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মসূচি বহির্ভূত খানাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখিত দুটি গ্রুপের মধ্যে কোন জেন্ডারগত পার্থক্য দেখা যায় নি। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন তথ্য যেমন তাদের বাবা মা'র শিক্ষা এবং গৃহে বা এর বাইরে কর্মে সংযুক্ততা তাদের অতি গরিব অবস্থার চিত্রকে তুলে ধরতে সহায়ক হয়। সম্পূরক শিক্ষার তাৎপর্য হল টিইউপি খানাসমূহের বেশিরভাগ শিশুই হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। কিছু বাবা মা রয়েছেন যারা তাদের তরুণ বয়সে বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সময়সীমার সংক্ষিপ্ততার কারণে বেশি শিক্ষালাভ করতে পারেন নি বা যেটুকু শিখেছিলেন তাও ভুলে গেছেন। এছাড়া জীবিকার জন্য এসব অভিভাবকদের দীর্ঘসময়ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ফলে নিজের ছেলেমেয়েকে পড়ালেখায় সহায়তা প্রদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশ্য গবেষণাধীন এলাকার বাবা মায়ের উপলব্ধি হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরীক্ষায় ভালো ফল পাবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাই তাদের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির কার্যক্রমকে তাই তাদের অধিকাংশেরই পছন্দ। এই কমিটির সদস্যরা তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় সময়ের পরেও লেখাপড়ায় সময় ব্যয় করছে দেখে সন্তুষ্টি বোধ করেন। কাজেই বলা যায় যে, এই শিক্ষাপদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের সুযোগ রয়েছে এবং সম্পূর্ণ উদ্যোগটির উন্নয়নের জন্য আরোও সম্পদ ও উপকরণের (ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি) সমাবেশ ঘটানো দরকার। এই সম্পূরক শিক্ষার সাথে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি নিয়েও এ গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণাধীন এলাকার বাবা মায়ের উপলব্ধি হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরীক্ষায় ভালো ফল পাবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাই তাদের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির কার্যক্রমকে তাই তাদের অধিকাংশেরই পছন্দ। এই কমিটির সদস্যরা তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় সময়ের পরেও লেখাপড়ায় সময় ব্যয় করছে দেখে সন্তুষ্টি বোধ করেন।

সুপারিশসমূহ

১. সম্পূরক ক্লাসসমূহকে অতিদরিদ্র উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে এবং একে অতিদরিদ্র কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সন্নিবেশিত করতে হবে। এছাড়া ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রমের মতো একে পেশাগতভাবে পরিচালনা করতে হবে।

২. সম্পূরক শিক্ষণে আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া জরুরি বিষয় হওয়া উচিত। দাতাদের সম্মতি থাকলে ব্র্যাক এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় বহন করতে পারে অথবা গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটিয়ে খরচ বহন করা যেতে পারে।

৩. মানসম্মত সম্পূরক শিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, নিয়মিত ও নিবিড় শিক্ষাপ্রদান এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন রয়েছে।

৪. এই কার্যক্রমটি বন্ধ করা যাবে না কারণ অতিদরিদ্র খানাসমূহের ছেলেমেয়েদের সম্পূরক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু তাদের অভিভাবকদের খরচবহনের সক্ষমতা নেই তাই এক্ষেত্রে কোন অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৩১-৩৪

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রান্নায় উন্নত চুলা ব্যবহারের উপর একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম: চুলায় ব্যবহৃত জ্বালানি, ধোঁয়া নির্গমন ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব মূল্যায়ন*

নেপাল সি দে, এআর এম মেহরাব আলী, আনিক আশরাফ, তাহ্‌মিদ আরিফ, মুশফিক মোবারক ও গ্রান্ট মিলার

এই গবেষণায় গ্রামীণ বাংলাদেশের খানাসমূহে উন্নত চুলা ব্যবহারের প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে ধোঁয়া নির্গমন, জ্বালানি খরচ এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য। জানুয়ারি-মার্চ ২০১০ ফলো-আপ জরিপের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১,৫৬৯টি খানা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালের বেইজলাইন জরিপের অব্যবহিত পরে যেসব খানা উন্নত চুলা পেয়েছিল এবং যাঁরা যেকোন উন্নত চুলা ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করেছে তারাই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে তাদের নির্বাচন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, জ্বালানি খরচ, রান্নার সময় ও উন্নত চুলার জন্য জ্বালানি সংগ্রহের সময় প্রচলিত চুলার চেয়ে অনেক কম লাগে।

গবেষণায় গ্রামীণ বাংলাদেশের খানাগুলোতে উন্নত চুলা ব্যবহারের প্রভাব জানার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে ধোঁয়া নির্গমন, জ্বালানি খরচ এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে গ্রামীণ খানাসমূহে জ্বালানি খরচ, ধোঁয়া নির্গমন এবং নারীর স্বাস্থ্যের উপর উন্নত চুলার প্রভাব নির্ধারণ। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ছিল:

উন্নত চুলার ব্যবহারে সাফল্যজনকভাবে জ্বালানি সংগ্রহে সময় কম ব্যয় হয় এবং খাবার দ্রুত রান্না করা যায়। অপরদিকে হ্রাস পায় ধোঁয়া নির্গমন ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি।

- প্রচলিত চুলার তুলনায় উন্নত চুলার জন্য জ্বালানি খরচের তুলনা করা;
- প্রচলিত চুলার তুলনায় জ্বালানি সংগ্রহে এবং খাবার রান্নায় কতখানি সময় উন্নত চুলার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হয় তা নির্ণয় করা।
- প্রচলিত চুলার তুলনায় উন্নত চুলায় কতখানি ধোঁয়া নির্গমন ঘটে তা নির্ণয় করণ।
- উন্নত চুলার ব্যবহারে বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে নিজেদের উল্লেখিত স্বাস্থ্যগত লক্ষণসমূহ মূল্যায়ন করে দেখা।

*'Pilot intervention of improved cook stoves in rural areas: assessment of effects on fuel use, smoke emission and health' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

গবেষণাধীন এলাকা

বাংলাদেশের দু'টো উপজেলা, জামালপুর জেলার জামালপুর সদর এবং নোয়াখালি জেলার হাতিয়া উপজেলা গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়। জামালপুর উপজেলা নির্বাচনের কারণ ছিল এই যে, এখানে ৯৪% খানায় রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয় জ্বালানি হিসেবে কৃষি উপকরণের অবশিষ্ট অংশ। অন্যদিকে হাতিয়া উপজেলা নির্বাচনের কারণ ছিল এজন্য যে, এখানে ৮৮% খানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় জ্বালানি কাঠ।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

চুলার ব্যবহার এবং রান্না ঘরের অবস্থা

গবেষণা উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ৯৪% খানা তাদের মূল রান্নার কাজে প্রধানত প্রচলিত চুলার ব্যবহার করে। অন্যদিকে, ৫.৬% খানা ব্যবহার করে চিমনিযুক্ত উন্নত চুলা। অংশগ্রহণকারীদের ৬০% জানায় যে তারা একের অধিক চুলা ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে ৭৬.৫% ব্যবহার করেছে প্রচলিত চুলা, ১৩% চিমনিযুক্ত চুলা এবং ৯.৬% বহনযোগ্য উন্নত চুলা ব্যবহার করেছে অপ্রধান রান্নার কাজে।

অনেকগুলো চুলা ব্যবহারের কারণ

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৩৮% জানিয়েছে যে, অনেকগুলো চুলা ব্যবহারের প্রধান কারণ হচ্ছে ঋতুভিত্তিক বিভিন্নতা- বর্ষা ঋতুতে ঘরের ভেতরের এবং শুকনো ঋতুতে ঘরের বাইরের চুলার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। চুলা ব্যবহারের অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি (৩৫.৮%), রান্নার জন্য কম সময়ের প্রয়োজনীয়তা (১৮.৯%), চুলার বহনযোগ্যতা (২৫%)- বহনযোগ্য চুলার জন্য এটি প্রযোজ্য।

গৃহের ভিতরে বায়ুদূষণ সম্পর্কিত জ্ঞান

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৫% এর কম মনে করে যে, তাদের বাসায় কোন বায়ুদূষণ নাই। অন্যদিকে ২৭.৭% মনে করে এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বায়ুদূষণ ঘটছে। প্রায় ৬৭% মনে করে স্বল্পমাত্রার থেকে মাঝারি মাত্রায় বায়ুদূষণ ঘটে তাদের গৃহস্থালিতে। এছাড়াও তারা মনে করে যে, রান্নার কারণেও বায়ু

দূষণ ঘটে। এক-পঞ্চমাংশ অংশগ্রহণকারী যারা মনে করে তাদের বাসায় কোন বায়ুদূষণ ঘটে না উল্লেখ করেছে যে, রান্না বায়ুদূষণের একটি উৎস হিসেবে কাজ করে।

গৃহের ভিতরে বায়ুদূষণ সম্পর্কিত জ্ঞান

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৫% এর কম মনে করে যে, তাদের বাসায় কোন বায়ুদূষণ নাই। অন্যদিকে ২৭.৭% মনে করে এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বায়ুদূষণ ঘটছে। প্রায় ৬৭% মনে করে স্বল্পমাত্রার থেকে মাঝারি মাত্রায় বায়ুদূষণ ঘটে তাদের গৃহস্থালিতে। এছাড়াও তারা মনে করে যে, রান্নার কারণেও বায়ুদূষণ ঘটে। এক-পঞ্চমাংশ অংশগ্রহণকারী যারা মনে করে তাদের বাসায় কোন বায়ুদূষণ ঘটে না উল্লেখ করেছে যে, রান্না বায়ুদূষণের একটি উৎস হিসেবে কাজ করে।

উন্নত চুলার ব্যাপকভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা জ্বালানি ব্যয়, ধোঁয়া নির্গমন এবং নিজের স্বাস্থ্য অবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাবের নির্দেশনা দেয়। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, খানাসমূহ গৃহের মধ্যে বায়ুদূষণ (Indoor air pollution) সম্পর্কে সাধারণভাবে অবগত থাকলেও উন্নত চুলা ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে ততখানি সচেতন নয়। উন্নত চুলা ব্যবহারের ফলাফল প্রচলিত চুলার চেয়ে ভালো ছিল।

প্রচলিত চুলার তুলনায় উন্নত চুলার ক্ষেত্রে সার্বিক অভিজ্ঞতা

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৫৭%-এর মতামত হচ্ছে প্রচলিত চুলার তুলনায় উন্নত চুলায় সময় কম লাগে। রান্নার কাজে বেঁচে যাওয়া সময় সংসারের অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়। যেমন: ঘর-দুয়ার পরিষ্কারে ৪০.৯%, বাচ্চাদের দেখাশোনা ২১.৫%, গৃহপালিত গবাদিপশু দেখভালে ১৪%, কাঁথা সেলাইয়ে ১৩.৬% এবং জ্বালানি সংগ্রহে ৮.৬% সময় ব্যয় করা সম্ভবপর হয়।

ধোঁয়া নির্গমন হ্রাসে উন্নত চুলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ছিল এ ধরনের চুলার স্বপক্ষে (৮৬.৪%)।

জামালপুর সদর এবং হাতিয়া উপজেলায় প্রচলিত চুলার তুলনায় উন্নত চুলার ক্ষেত্রে জ্বালানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ৩৩% অংশগ্রহণকারী জানায় যে, উন্নত চুলার জ্বালানি সংগ্রহে সময় কম লাগে। অধিকন্তু ৩৬.২% উন্নত চুলার জ্বালানি সংগ্রহে একই সময় লাগে বলে জানায় এবং ২৭% উল্লেখ করেছে যে, এক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় প্রয়োজন হয়।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন

মহিলাদের ১০ শতাংশ মহিলা সমবায় সমিতিগুলোর সদস্য ছিল এবং এদের বেশিরভাগই (৮৪.৫%) যে কোন সংগঠন কর্তৃক

আয়োজিত সভায় অংশ নেয়। এক মাসে প্রায় অর্ধেক মহিলা এক থেকে দুটি সভায় অংশ নিয়েছিল, এক-পঞ্চমাংশ অংশ নিয়েছিল তিনটি সভায় এবং এক-চতুর্থাংশের অপরে অংশ নেয় পাঁচটিরও বেশি সভায়।

অংশগ্রহণকারীরা প্রচলিত চুলা পরিবর্তনের নানা কারণ উল্লেখ করেছে। উল্লেখিত সমস্যার মধ্যে রয়েছে প্রচলিত চুলা রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা এবং রান্নার সময় বেশি লাগা। এছাড়া বৃষ্টির সময় এসব চুলা ব্যবহারেও সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে কালো ছাই তৈরির উচ্চ মাত্রা এবং প্রচলিত চুলা ভেঙ্গে যাওয়াও উন্নত চুলা ব্যবহারের অন্যান্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। উন্নত চুলা কেনার ক্ষেত্রে মহিলারা মূল সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসেবে ভূমিকা রাখেন (৭৪%)।

উন্নত চুলার ফলপ্রসূতা এবং তার গৃহের বায়ুদূষণ রোধের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম নিতে হবে। চিহ্নিত জনগোষ্ঠী যাতে সহজে বুঝতে সক্ষম হয় এমন আঙ্গিকে সচেতনতামূলক সামগ্রী তৈরি করতে হবে। স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য সচেতনতামূলক সামগ্রীর সন্ধান করতে হবে যা চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

উপসংহার

উন্নত চুলার ব্যাপকভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা জ্বালানি ব্যয়, ধোঁয়া নির্গমন এবং নিজের স্বাস্থ্য অবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাবের নির্দেশনা দেয়। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, খানাসমূহ গৃহের মধ্যে বায়ুদূষণ (Indoor air pollution) সম্পর্কে সাধারণভাবে অবগত থাকলেও উন্নত চুলা ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে ততখানি সচেতন নয়। উন্নত চুলা ব্যবহারের ফলাফল প্রচলিত চুলার চেয়ে ভালো ছিল। এক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যয় কম ছিল, জ্বালানি সংগ্রহে কম সময় লেগেছে, ধোঁয়া নির্গমন কমেছে এবং স্বাস্থ্যের ওপর কম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকন্তু, উন্নত চুলার সুস্পষ্ট সুবিধা দেখতে হলে কতিপয় কারিগরি দিক যেমন উন্নত চুলার নক্শা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর গুরুত্ব বোঝাতে সচেতনতা সৃষ্টি ও কার্যক্রম চলাকালীন অবলোকনের ব্যবস্থা করতে হবে।

© BRAC
নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৩৫-৪০

ব্র্যাক ওয়াশ-১ কর্মসূচি: অর্জন ও প্রতিবন্ধকতা*

তাহেরা আক্তার এবং নেপাল সি দে

পটভূমি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, আর্সেনিক দূষণ, দারিদ্র্য এবং অস্বাস্থ্যকর আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান বাংলাদেশের ওয়াশ পরিস্থিতি উন্নয়নে অন্যতম বাধা। বিশেষ করে অতি দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা কিছুটা কঠিন। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ (শিশু মৃত্যুর হার কমানো) এবং লক্ষ্যমাত্রা ৭ (নিরাপদ খাবার পানি ও পায়খানা ব্যবহারের যাদের প্রবেশাধিকার নেই সেই অনুপাত অর্ধেকে কমিয়ে আনা) অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করার লক্ষ্যে ব্র্যাকের ওয়াশ কর্মসূচি ২০০৬ সাল থেকে কাজ করছে। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হলো নিরাপদ পানি, পায়খানা এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ সম্পর্কিত কর্মসূচিগুলো সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যের উন্নতি। এই কর্মসূচির মূলে রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের শিক্ষা ও চর্চা।

ব্র্যাক ওয়াশ-১ কর্মসূচি নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ হাত ধোয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম পাঁচ বছরব্যাপী (২০০৬-২০১১) ১৫০টি উপজেলায় তিনটি পর্যায়ে (প্রতিটি পর্যায়ে ৫০ টি উপজেলা) বাস্তবায়ন করে আসছে। এই উপজেলাগুলো নির্বাচনের অন্যতম কারণ হলো: বেশি দারিদ্র্যতার হার, স্বল্প স্যানিটেশন আওতাধীন এলাকা এবং আর্সেনিক দূষণ। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে যথাক্রমে ২.৭৪ মিলিয়ন, ২.৬৮ মিলিয়ন এবং ২.৬৪ মিলিয়ন খানায় intervention দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০১১-র শেষের দিকে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি আরো ৯৮টি নতুন উপজেলায় কাজ শুরু করেছে যার লক্ষ্য হলো ওয়াশ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ উন্নয়ন করা। ওয়াশ কর্মসূচি মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণগুলো টেকসই করার জন্য এখনো প্রথম ১৫০টি উপজেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

*'Achievements of BRAC water, sanitation and hygiene programme towards millennium development goals and beyond' (২০১৩) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন তাহেরা আক্তার।

ব্র্যাক ওয়াশ সাপোর্টের ক্ষেত্রে খানাপ্রধানের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়। যদি একটি নির্দিষ্ট গ্রামে স্যানিটেশন আওতাধীন এলাকা ৮০ শতাংশের নীচে হয়, সেক্ষেত্রে দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা লাভের ক্ষেত্রে কিছু ভর্তুকি দেওয়া হয়। স্যানিটেশন আওতাধীন এলাকা যদি কোন গ্রামে ৮০ শতাংশের উপরে হয় সেক্ষেত্রে তা ১০০ ভাগ করার জন্য অতি দরিদ্র পরিবারগুলোকে বিনামূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ করা হয়। সব অর্থনৈতিক গ্রুপকে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের ব্যাপারে সচেতন করা হয় উদ্বুদ্ধকরণ দলগত সভার মাধ্যমে।

অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম ওয়াশ কমিটি (Village WASH Committee-VWC) গঠন করা হয় গ্রাম পর্যায়ে ওয়াশ কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করার জন্য। প্রতিটি গ্রাম ওয়াশ কমিটি গড়ে ২০০টি খানার দায়িত্বে থাকে। এই কমিটির প্রধান কয়েকটি কাজ হলো: নতুন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, ওয়াটার সিল পরিবর্তন করে অস্বাস্থ্যকর থেকে স্বাস্থ্যকর পায়খানায় পরিণত করা, নলকূপ স্থাপন, এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণমূলক বিভিন্ন ফোরামের আয়োজন করা জন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য। এছাড়াও গ্রাম ওয়াশ কমিটি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর খানা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাগুলোর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ যাচাই করে।

ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ বেইজলাইন (২০০৬), মিডলাইন (২০০৯) এবং এন্ডলাইন (২০১১) জরিপ চালায়। ওয়াশের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে ওয়াশের পরবর্তী পর্যায়ে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ক মূল বার্তাগুলো ১৯টি থেকে কমিয়ে ৭টিতে আনা হয়েছে যেমন: ১) নিরাপদ ও সংরক্ষিত খাবার পানির উৎসের ব্যবহার; ২) উৎস থেকে খাবারের আগ পর্যন্ত খাবার পানির ব্যবস্থাপনা; ৩) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অবস্থা; ৪) পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার; ৫) যেকোন মৌসুমে দিনে অথবা রাতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে ধারাবাহিকতা; ৬) কর্দমাক্ত স্থান (sludge) ব্যবস্থাপনা যখন গর্ত ল্যাট্রিন ভরে যায়; এবং ৭) পায়খানার পরে নিকটে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা (পানি, সাবান) থাকা। মূল বার্তাগুলো কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য হলো মনিটরিং-এর গুণগত মান উন্নয়ন।

তিনটি জরিপ থেকে খানা পর্যায়ে ওয়াশ সম্পর্কিত বিভিন্ন নিদের্শকের উপর ভিত্তি করে একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়নে বেইজলাইন এবং এন্ডলাইনের মধ্যে ওয়াশ নিদের্শকগুলোর তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরা হলো।

গবেষণার মূল বিষয়

১. খানা পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আচরণগত পরিবর্তনসমূহ নির্ণয় করা:
   - নিরাপদ পানির ব্যবহার
   - স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও
   - নিরাপদ হাত ধোয়া

২. খানার সদস্যদের পানি সংক্রান্ত রোগের অবস্থা নির্ণয়

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি পরিমাণজ্ঞাপক গবেষণা এবং গবেষণার নমুনায়নে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ের ৫০টি উপজেলা থেকে ৩০,০০০ খানা randomly বাছাই করা হয়েছে জরিপ করা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য। এন্ড লাইনেও (২০১১) একই খানাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ২৬,৪০৪ খানার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল তথ্য সংগ্রহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, নিরাপদ হাত ধোয়া ও পানি সংক্রান্ত রোগের অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য। এছাড়া আর্সেনিকপ্রবণ ১১টি উপজেলা থেকে ৬৬০০ খানা বাছাই করা হয়েছে নিরাপদ পানি ব্যবহারের অবস্থা জানার জন্য। খানা পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হলো ব্যবহৃত প্রশ্নাবলী ও স্থান পর্যবেক্ষণ।

গবেষণার ফলাফল

প্রায় সব খানাই (>৯৭%) খাবার পানির উৎস হিসেবে নলকূপ ব্যবহার করে। আর্সেনিকমুক্ত নিজস্ব নলকূপের অনুপাত বেড়েছে ৫৭.৮% (২০০৬) থেকে ৬৪.৬% (২০১১)। পানিকে নিরাপদ রাখার কয়েকটি কৌশলের মধ্যে অন্যতম হলো: নলকূপ ও পায়খানার তুলনামূলক অবস্থান, পাকা ও পরিচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং খাবার পানি ঢেকে বহন ও সংরক্ষণ করা (ছবি ১)।

ছবি ১. পানিকে নিরাপদ রাখার বিভিন্ন কৌশল

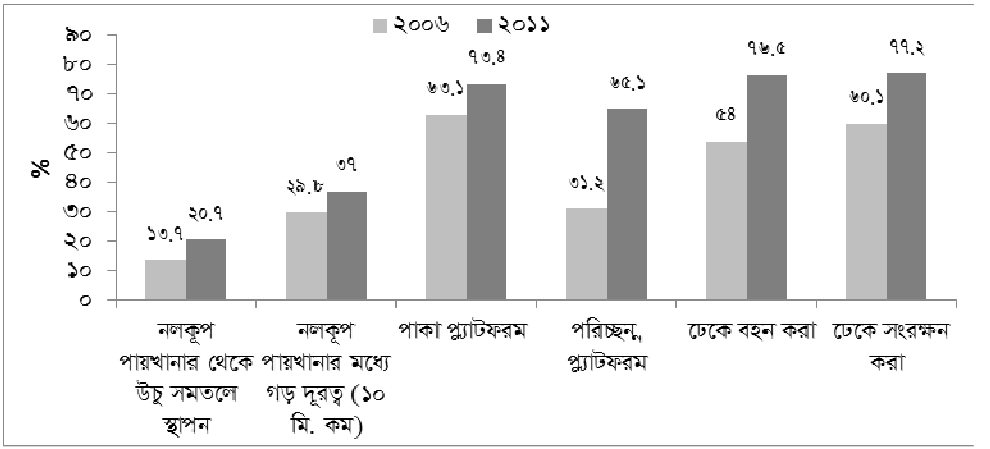

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, নলকূপ পায়খানা থেকে উঁচু সমতলে স্থাপন করার প্রবণতা ২০১১ সালে বেড়ে প্রায় ২১ শতাংশ হয়েছে। নলকূপ ও পায়খানার মধ্যকার গড় দূরত্ব যত বেশি হবে নলকূপের পানির নিরাপত্তার জন্য তা তত ভাল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পায়খানার থেকে ১০ মিটারের কম দূরত্বে নলকূপ স্থাপনের হার বেড়েছে ৩৭ শতাংশ ২০১১ সালে। অর্থাৎ পায়খানার কাছাকাছি নলকূপ স্থাপনের প্রবণতা বেড়েছে। যেটা একদিকে পায়খানা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পানির প্রাপ্যতা বুঝায়। কিন্তু অন্যদিকে নলকূপের পানির নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়।

নলকূপ পাকা করার হার বেড়েছে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ২০০৭ সালে ছিল ৬৩ শতাংশ ও ২০১১ সালে ৭৩ শতাংশ। প্ল্যাটফর্ম পরিচ্ছন্ন রাখার হার বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। খাবার পানি ঢেকে বহন করা (৫৪ এবং ৭৬.৫) ও সংরক্ষণ করার (৬০ এবং ৭৭) হারও বেড়েছে অনেক বেশি বেইজলাইন থেকে এন্ড লাইনে।

ব্র্যাকের সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বলতে রিং স্ল্যাবসহ ওয়াটার সিল ল্যাট্রিন বুঝায়। খানা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৩১.৭% (২০০০ সাল) থেকে বেড়ে ৫৭.৪% হয়েছে ২০১১ সালে। অস্বাস্থ্যকর পায়খানার ব্যবহারের হার কমে গেছে সময়ের সাথে। উদাহরনস্বরূপ, রিং স্ল্যাব ওয়াটার সিল ছাড়া পায়খানা ব্যবহারের হার কমে গেছে ৩৭% থেকে ২৭%, খোলা গর্ত ব্যবহারের হার কমেছে ৭% থেকে ২%। অন্যদিকে বেইজ-

লাইন (২০০৬) থেকে এন্ড লাইনে (২০১১) খোলাস্থানে পায়খানার করার হার প্রায় ১০ শতাংশ কমে গেছে (২৩.৯% থেকে ১৩.৫% শতাংশে)। নিজস্ব স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার হার বেড়েছে (৭২.৮% থেকে ৮১.২% শতাংশে) কিন্তু অংশীদারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের হার কমেছে (২৭.২% এবং ১৮.৮%) সময়ের সাথে। এখানে উল্লেখ্য যে, ওয়াটার সিল ভেঙ্গে ফেলার একটি প্রবণতা দেখা গেছে যেটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার হার বৃদ্ধির একটি অন্তরায় বলে বিবেচিত। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে ওয়াটার সিল ভাঙ্গার কারণ হলো রক্ষণাবেক্ষণে পর্যাপ্ত পানির স্বল্পতা এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণে সদিচ্ছার অভাব।

পায়খানার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়ে জানে প্রায় ৯৭% মানুষ কিন্তু চর্চা করে ৮৮% মানুষ। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়ে জ্ঞান আছে ৯৭% মানুষের কিন্তু সেটি চর্চা করে মাত্র ২২% মানুষ। এক্ষেত্রে জ্ঞান ও চর্চার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে যেটি কমে এসেছে পায়খানার পরে সাবান ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ মূলত পায়খানার পরে সাবান ব্যবহারে অভ্যস্ত। গবেষণার ফলাফলে পাওয়া গেছে যে, শিশুদের খাওয়ানোর আগে অথবা তাদের মল পরিস্কার করার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রবণতা খুবই কম। কিন্তু শিশু বিষয়ক স্বাস্থ্যসম্মত আচরণগুলোর ক্ষেত্রে মায়েদের আরো বেশি সচেতনতা দরকার। শিশুদের যেহেতু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাই শিশুরা খুব সহজে অস্বাস্থ্যকর আচরণের ফলে আক্রান্ত হতে পারে ।

পানি সংক্রান্ত রোগের ক্ষেত্রে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের (পুরুষ, মহিলা, শিশু) মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে সময়ের সাথে। ২০১১ সালে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে রোগের হার সামান্য কম (পুরুষ: ২.৪%, মহিলা: ২.১%)। আবার অন্যদিকে ৫ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে রোগের হার অন্যদের তুলনায় বেশি (৬.৬%, ২০১১ সালে)। ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের উপরে বিশেষ জোড় দেওয়ায় হয়তো তাদের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা কম।

প্রতিবন্ধকতা

অর্জনের পাশাপাশি যে বিষয়গুলো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে তার মধ্যে ওয়াটার সিল ভেঙ্গে ফেলা। হাত ধোয়ার বিষয়ে উন্নত আচরণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে দারিদ্র্যতা, পানির স্বল্পতা এবং প্রযুক্তির অভাব অন্যতম। জ্ঞান এবং চর্চার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে তারপরও সময়ের সাথে উন্নত আচরণ ধরে রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে সেটা সুস্পষ্ট, তবে এই পরিবর্তন ধরে রাখাই হল মূল চ্যালেঞ্জ।

সুপারিশ

স্বাস্থ্যসম্মত আচরণে জ্ঞান ও আচরণের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা যাতে জ্ঞান চর্চায় এবং চর্চা অভ্যাসে পরিণত হয়। ওয়াটার সিল না ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে মানুষকে আরো সচেতন করে তোলা। যেসব এলাকায় পানির স্বল্পতা আছে সেক্ষেত্রে স্যানিটেশন প্রযুক্তিতে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। শিশুবিষয়ক স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পালনে মায়েদের আরো সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৪১-৪৫

শুষ্ক মৌসুমের সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার*

নেপাল সি দে, সুজিত কে বালা, সাইফুল ইসলাম, রত্নজিৎ সাহা ও মাহবুব হোসেন

গবেষণায় দেখা যায়, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিচে নেমে যাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে সময়ের সাথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোর পানির স্তর এবং প্রবাহের নিম্নগতি এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণেও নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মোটামুটি সব ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে বোরো ধানের আবাদ।

গত ৩০ বছরে (১৯৮০/৮১ - ২০১০/১১) সালে বোরো ধানের আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ১৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। সেচকাজে অতিরিক্ত পানির চাহিদা মেটাতে চাপ বেড়েছে ভূগর্ভস্থ পানির উপর, ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে নলকূপের সংখ্যা এবং তীব্রতা। ১৯৮৯ সালের শুষ্ক মৌসুমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মোট জলাভূমির পরিমাণের তুলনায় ২০০৮ সালে তা কমে দুই-তৃতীংশে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান ফসল উৎপাদনের মূল উৎস হলো ভূগর্ভস্থ পানি। সেচকাজে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির সহজলভ্যতা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ১৯৮২-৮৩ সালে সেচকাজে ব্যবহৃত মোট পানির ৪১% থেকে বেড়ে ২০০৬-০৭ সালে মোট ব্যবহৃত পানির ৭৭% এ এসে পৌঁছেছে। বিশেষত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানি ভূপৃষ্ঠের পানির তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের দরুন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। সঠিক জ্ঞানের অভাব, সেচযন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তির অনুপস্থিতির কারণে কৃষকরা ভূগর্ভস্থ পানির উৎস সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন ছাড়াই পানি উত্তোলন করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সেচকাজের জন্য উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পানির তুলনায় অনেক বেশি। প্রথাগতভাবেই দেশের অধিকাংশ ধানচাষির মধ্যে জমিতে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে একদিকে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের জন্য কৃষক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের মোট বাজেটের এক-ষষ্ঠাংশের সমপরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করতে সমর্থ হতো। একই সাথে, ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলন পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোকপাত করা, যা ভূগর্ভস্থ পানির

*'Sustainability of groundwater use for irrigation in North-West region of Bangladesh' (২০১৩) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন মাহমুদ পারভেজ।

সংরক্ষণকে বাধাগ্রস্থ না করে ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এই গবেষণার কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

জলাভূমির আয়তনের এই আশংকাজনক কমে যাওয়া বৃষ্টির পানির সংরক্ষণে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। ফলে কমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটছে না। গড়ে মোট উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানির ২১.৩% পানি সেচকাজে প্রয়োজনীয় পানির অতিরিক্ত। গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানির জন্য কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। ফলে বাড়ছে ফসলের উৎপাদন খরচ।

- বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর এবং সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণে যে পরিবর্তন এসেছে তা নির্ণয় করা।
- সম্ভাব্য পতনশীল ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ব্যবহার করে চাষকৃত বিভিন্ন ফসলের তুলনামূলক অর্থনৈতিক মুনাফা বিশ্লেষণ করা।
- সেচকাজে অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হিসেবে করা।
- উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ও যথোপযুক্ত ব্যবহারে সহায়ক কর্মপন্থা সুপারিশ করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচটি জেলায়। জেলাগুলো হলো: রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা। ভৌগোলিকভাবে আমাদের গবেষণা এলাকাটি ২৩^0 ৪৮' ১৪.৩'' উত্তর থেকে ২৬^0 ০৩' ১৬.৮'' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮^0 ১৮' ৪৪.৯৯'' পূর্ব থেকে ৮৯^0 ৪৩' ৫০.৭১'' পূর্ব; দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

তথ্যের উৎস:

মুখ্য এবং গৌণ উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য; উভয়ই এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতার টাইম সিরিজ ডাটা (১৯৮১-২০১১), নদীর পানির স্তর এবং প্রবাহ, বৃষ্টিপাত-এই তথ্যগুলো এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১৯৮১-২০১১, এই ৩০ বছরে নদীর ২৫টি পয়েন্টে পানির স্তর এবং প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিগত ২১ বছরে জলাভূমির আয়তনের পরিবর্তন হিসেব করার জন্য Landsat TM এবং ETM+ এর ১৯ জানুয়ারী, ১৯৮৯, ১৯

ফেব্রুয়ারী, ২০০০ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখের স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

সেচকাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, বোরো ধানের চাষাবাদ বৃদ্ধি, সেচকাজে অতিরিক্ত পানির ব্যবহার, ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসের অপর্যাপ্ততা এবং নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ হ্রাস, সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের মূল অন্তরায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলাভূমির আয়তন হ্রাস পাওয়া, গড়পড়তার থেকে কম বৃষ্টিপাত ইত্যাদি কারণে বর্ষা মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরিপূর্ণভাবে রিচার্জ হতে পারছে না; যার ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সময়ের সাথে নিচে নেমে যাচ্ছে।

গবেষণায়লব্ধ ফলাফলে বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিচে নেমে যাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। পানির স্তরের এই পতন স্থানভেদে ২.৩ মিটার থেকে ১১.৫ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। ফলাফল বিশ্লেষণে সময়ের সাথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোর পানির স্তর এবং প্রবাহের নিম্নগতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। নদীর পানির স্তর এবং প্রবাহ ১৯৮১-২০১০ সালে যথাক্রমে ২০ মিটার থেকে ১৯ মিটার এবং ৯০.৮ মিটার^3/সেকেন্ড থেকে ৫৬.৯ মিটার^3/সেকেন্ড এ হ্রাস পেয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে নদীর পানির স্তরের বার্ষিক নিম্নগতি এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের বার্ষিক অধঃগতির মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক (R^2=0.6) বিদ্যমান। বিগত ৩০ বছরে এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণেও নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

মোটামুটি সব ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে বোরো ধানের আবাদ। ১৯৮০-৮১ সালের তুলনায় ২০১০-২০১১ সালে বোরো ধানের আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ১৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮১-২০০৮, এই ২৮ বছরে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। সেচকাজে অতিরিক্ত পানির চাহিদা মেটাতে চাপ বেড়েছে ভূগর্ভস্থ পানির উপর, ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে নলকূপের সংখ্যা এবং তীব্রতা। ১৯৮৯ সালের শুষ্ক মৌসুমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মোট জলাভূমির পরিমাণ ছিল ১২০৮.৭২ বর্গকিলোমিটার, ২০০৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৬৭.১৮ বর্গকিলোমিটার। জলাভূমির আয়তনের এই আশংকাজনক কমে যাওয়া বৃষ্টির পানির সংরক্ষণে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। ফলে কমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ। জরিপে দেখা গেছে যে ৮৮% কৃষক তাদের জমিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটছে না। গড়ে মোট উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানির ২১.৩% পানি সেচকাজে প্রয়োজনীয় পানির অতিরিক্ত। গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত

অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানির জন্য প্রতি হেক্টরে কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে যথাক্রমে ২২০১ থেকে ৭০৭৫ টাকা এবং ৭৫৪৩ থেকে ১০০৫৮ টাকা। ফলে বাড়ছে ফসলের উৎপাদন খরচ।

ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহারের জন্য কম পানির চাহিদাসম্পন্ন উচ্চমূল্যের ফসল ফলাতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।

ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ ও উত্তোলনের হার বিবেচনা করে পানির একটি আনুমানিক বাজেট তৈরি করতে হবে।

জাতীয় কর্মসূচি ও কৌশলের অংশ হিসেবে আঞ্চলিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অ্যাকুইফার রিচার্জেও (ভূগর্ভস্থ পানির স্তর) ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যমান খাল-বিল, পুকুর এবং অন্যান্য পানির আধার খননের মাধ্যমে বৃষ্টির পানির সংরক্ষণ এবং সেচকাজে ভূপৃষ্ঠ ও বৃষ্টির পানির ব্যবহার ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পানির টেকসই ব্যবস্থাপনার ধারণা, মূলনীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার

সেচকাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, বোরো ধানের চাষাবাদ বৃদ্ধি, সেচকাজে অতিরিক্ত পানির ব্যবহার, ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসের অপর্যাপ্ততা এবং নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ হ্রাস সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের মূল অন্তরায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলাভূমির আয়তন হ্রাস পাওয়া, গড়পড়তার থেকে কম বৃষ্টিপাত ইত্যাদি কারণে বর্ষা মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরিপূর্ণভাবে রিচার্জ হতে পারছে না; যার ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সময়ের সাথে নিচে নেমে যাচ্ছে। সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি এখানে অনুপস্থিত। পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব রোধে এবং ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের বাস্তবায়ন খুবই জরুরি। একইসাথে এই অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ সেচ ব্যবস্থা ব্যবহার অত্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সুপারিশসমূহ

- ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহারের জন্য কম পানির চাহিদাসম্পন্ন উচ্চমূল্যের ফসল ফলাতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ ও উত্তোলনের হার বিবেচনা করে পানির একটি আনুমানিক বাজেট তৈরি করতে হবে।
- জাতীয় কর্মসূচি ও কৌশলের অংশ হিসেবে আঞ্চলিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অ্যাকুইফার রিচার্জেও (ভূগর্ভস্থ পানির স্তর) ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যমান খাল-বিল, পুকুর এবং অন্যান্য পানির আধার খননের মাধ্যমে বৃষ্টির পানির সংরক্ষণ এবং সেচকাজে ভূপৃষ্ঠ ও বৃষ্টির পানির ব্যবহার ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

- ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ, ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার এবং তার গুণাগুণ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পর্যবেক্ষক সংস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।
- সমতা, কার্যকারিতা এবং অর্থনৈতিক মন্ত্র বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সেচকাজে ব্যবহৃত পানির দাম আয়তনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন নলকূপের পানির দাম সরকারি নলকূপের তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই, ব্যক্তিমালিকানাধীন নলকূপের পানির দাম সরকারকে নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- পানির টেকসই ব্যবস্থাপনার ধারণা, মূলনীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনায় সারাবিশ্বে প্রচলিত এবং পরীক্ষিত পদ্ধতি আমাদের ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় গাইডলাইন হিসেবে কাজ করতে পারে।

© BRAC
নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৪৬-৫০

কক্সবাজারে ব্র্যাক এইচআরএলএস কর্মসূচির আইন সহায়তা সেবার উপর একটি নিরীক্ষামূলক গবেষণা*

মো. আকরামুল ইসলাম, সুবর্না চৌধুরী ও মৃন্ময় সমদ্দার

এই নিরীক্ষাধর্মী গবেষণায় কক্সবাজার জেলায় ব্র্যাকের ছয়টি শাখা অফিসে গরিব গ্রামীণ মহিলা ও শিশুদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে ব্র্যাক মানবাধিকার এবং আইন সহায়তা সেবা কর্মসূচির (এইচআরএলএস) বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় গুণবাচক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে পর্যবেক্ষণ, ইনডেপথ ইন্টারভিউ এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে। কর্মসূচির নথিপত্র থেকে আইনগত সহায়তা ক্লিনিক সম্পর্কে পরোক্ষ উপাত্ত (Secondary data) সংগৃহীত হয়েছে।

গবেষণায় আইন সহায়তা ক্লিনিক, (Legal Aid Clinics), বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) সেশন এবং স্টাফ ও স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যসম্পাদন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- বিদ্যমান আইন সেবা ও এর সম্পদ সংগতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা
- যে আইনগত সেবা প্রদান করা হচ্ছে তার মান চিহ্নিত করা, একই সঙ্গে এই সেবার সামর্থ ও দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতাসমূহ সনাক্ত করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় তিনজন নৃতত্ত্ববিদ এবং একজন সমাজবিজ্ঞানী অংশ নেন। গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে এই গবেষণা টিমটি নির্বাচিত গবেষণা এলাকায় সংক্ষিপ্ত মাঠ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। গবেষণায় ইন-ডেপথ সাক্ষাৎকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল গবেষণাধীন কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যেমন, ফিল্ড অর্গানাইজার, উপজেলা ম্যানেজার, স্টাফ ল' ইয়ার, জেলা

*'Exploring legal aid services of BRAC HRLS programme in Cox's Bazar' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

ম্যানেজার, ডিভিশনাল স্টাফ ল' ইয়ার এবং প্যানেল ল' ইয়ার। সিভিল এবং ক্রিমিনাল কেসের উপর চারটি কেস স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হয়। কমিউনিটি স্তরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যেসব সেবক/সেবিকা কাজ করছিল তাদের নিয়ে ১২টি ইন-ডেপথ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি স্তরে আইন সহায়তা ক্লিনিকসমূহের কার্যাবলীও পর্যবেক্ষণ করা হয় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে।

যুগপৎ ভাবে এই গবেষণায় বহু সংখ্যক কেস পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিষ্পত্তি হওয়া কেসসমূহের রেজিস্ট্রার, রিপোর্ট এবং নথিপত্র, স্টাফদের গমনাগমন সূচিপত্র, স্টাফদের মাসিক কার্যক্রম পরিকল্পনা এই পর্যালোচনায় স্থান পায়।

এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলো ছিল কক্সবাজার জেলায় ব্র্যাকের এইচআরএলএস কর্মসূচির আওতাধীন ছয়টি শাখা অফিস- কক্সবাজার সদর, উখিয়া, টেকনাফ, রামু, চকরিয়া এবং পিকুয়া।

উদ্দিষ্ট (টার্গেটেড) জনগোষ্ঠী ছিল-

- আইনগত সেবা প্রদানকারীগণ: ফিল্ড অর্গানাইজার, উপজেলা ম্যানেজার, জেলা ম্যানেজার, বিভাগীয় স্টাফ আইনজীবী এবং প্যানেল আইনজীবী।
- কমিউনিটিভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবীগণ: সেবক/সেবিকা
- সার্ভিস গ্রহণকারীগণ: আইনসেবা গ্রহণকারীগণ

গবেষণালব্ধ ফলাফল

গবেষণা অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ বিরোধসমূহের উৎপত্তি হচ্ছে যৌতুক ও ভরণ-পোষণের দাবি থেকে, যৌতুক হিসেবে অঙ্গীকারকৃত অর্থ ও সম্পদের দাবির কারণে, দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন ও তালাকের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে।

বিগত বছরসমূহে (এপ্রিল ২০১০-মার্চ ২০১১) ২৭১টি বিরোধের মধ্যে ১১৯টি বিরোধের নিষ্পত্তি (৪৪.১%) হয়েছে সমঝোতা বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে। এছাড়া ১৪৬টি বিরোধ (৫৩.৬%) ছিল এডিআর প্রক্রিয়ার আওতায় বা আইনের আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমে এবং ৬টি বিরোধ (২.২%) বাদ দেওয়া

হয়েছিল বিরোধী পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে। গবেষণায় আইন সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে কতিপয় দুর্বলতা দেখতে পাওয়া গেছে। অপর্যাপ্ত সম্পদসহ কর্মসূচির বাস্তবায়নের স্থান সংকুলতাও চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত আইনী জ্ঞানের অভাব রয়েছে বিদ্যমান স্টাফদের মধ্যে। কর্মী স্বল্পতা, কমিউনিটি ও উপজেলা স্তরে যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কের অভাব, কর্মসূচির জন্য বাজেট স্বল্পতা, অসক্রিয় সেবক/সেবিকা, প্যানেল আইনজীবী ও ফিল্ড অর্গানাইজারদের মধ্যে পেশাগত আন্তঃসম্পর্কের অভাব ছিল এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পথে কতিপয় প্রতিবন্ধকতা।

গবেষণাধীন এলাকায় গরিব মানুষ বিশেষত মহিলা ও শিশু ব্র্যাক এইচআরএলএস কর্মসূচির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে। এই আইনগত সহায়তা নিম্নতম পদ্ধতিগত জটিলতা ছাড়া, নামমাত্র মূল্যে প্রদান করায় গরিব মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। বিশেষত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, মহিলারা পুরুষ প্রভাবিত গ্রাম্য সালিশ থেকে সুবিচার পেতে বঞ্চিত হয়। ব্র্যাকের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে যেহেতু ব্র্যাক অফিসকে মনে করা হয় মহিলা আইন সহায়তা গ্রহণকারীদের একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে। তারা মনে করে যে, এখানে তারা কোন অবিচারের সম্মুখীন হবে না।

উপসংহার

সাধারণভাবে এমনটা দেখা গেছে যে, গবেষণাধীন এলাকায় গরিব মানুষ বিশেষত মহিলা ও শিশু ব্র্যাক এইচআরএলএস কর্মসূচির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে। এই আইনগত সহায়তা নিম্নতম পদ্ধতিগত জটিলতা ছাড়া, নামমাত্র মূল্যে প্রদান করায় গরিব মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। বিশেষত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, মহিলারা পুরুষ প্রভাবিত গ্রাম্য সালিশ থেকে সুবিচার পায় না। ব্র্যাকের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে যেহেতু ব্র্যাক অফিসকে মনে করা হয় মহিলা আইন সহায়তা গ্রহণকারীদের একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে। তারা মনে করে যে, এখানে তারা কোন অবিচারের সম্মুখীন হবে না।

কক্সবাজারে অবস্থিত এইচআরএলএস কর্মসূচিকে অফিসে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। ফলে কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়, বিশেষত যেদিন আইন ক্লিনিক পরিচালিত হয় এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেশন চলে তখন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বর্ধিত ও ইন-ডেপথ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত করার জন্য দরকার আলাদা এবং হৈ চৈ বিহীন স্থানের। এক্ষেত্রে দাবিদার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে আলোচনার জন্যে যে মুক্ত পরিবেশ দরকার হয় তার অপ্রতুলতা বিদ্যমান শাখা অফিসগুলোতে দেখতে পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

ADR বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি হচ্ছে ব্র্যাক এইচআরএলএস কর্মসূচির একটি প্রধান উপাদান যার আইনী সহায়তা সেন্টারের শক্তিশালী সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রতি রবিবার ও

মঙ্গলবার এই ক্লিনিকের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা এক অফিস থেকে অন্য অফিসের ক্ষেত্রে একই ধারায় অনুষ্ঠিত হয় নি। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সালিশের থেকে ভালো ফোরাম হিসেবে কাজ করে যেহেতু মহিলারা এক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার বাস্তবায়নের সুযোগ পায়।

গবেষণায় দেখতে পাওয়া যায় যে, গবেষিত এলাকায় কর্মসূচি সম্পর্কে প্রচারণা কম ছিল। এমনকি কর্মসূচি সম্পর্কে বিলবোর্ড, পোস্টার বা অন্য কোন প্রচারণা কৌশলও ব্যবহৃত হতে দেখা যায় নি।

সুপারিশসমূহ

১. আইন সেবক/সেবিকার জন্য সম্মানী অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা ভালো সেবা দিতে উৎসাহ বোধ করে;

২. স্টাফদের জন্য আইনী বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তাদের বিভিন্ন আইনী বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং পরামর্শদানের যোগ্যতাও বাড়ে।

৩. দূরবর্তী স্থান থেকে যারা ওয়ার্কশপ এবং সভায় যোগ দিতে আসেন তাদের যাতায়াত খরচ প্রদানে পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. এইচআরএলএস কর্মসূচির জন্য ভিন্ন অফিস রুমের ব্যবস্থা করা যাতে আইনী সহায়তায় আসা মানুষগুলো দ্বিধাহীনভাবে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে।

৫. স্টাফদের জন্য আইনী বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করা যাতে আইনী বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার দাবি জানাতে পারে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণ ও চেয়ারম্যান প্রকাশ্যেই ব্র্যাক কর্মীদের তাদের যোগ্যতা প্রমাণে আহ্বান জানান।

৬. বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কলেজ ও স্থানীয় বাজার এলাকায় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিলবোর্ড ও পোস্টারের মাধ্যমে আইনী বিষয়ে প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

৭. এইচআরএলই প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র মহিলাদের দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগ অপরাধ সংঘটনকারীই হচ্ছে এলাকার পুরুষরা। তাই পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের এধরনের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা উচিত। প্যানেল আইনজীবী এবং আইন সহায়তা প্রদানকারী স্টাফদের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ থাকলে কর্মসূচির বাস্তবায়ন আরো ভাল হবে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৫১-৫২

ব্র্যাক আফগানিস্তানে অতিদরিদ্র কর্মসূচির একটি তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন*

প্রলয় বড়ুয়া

সূচনা

টিইউপি সুবিধাভোগীরা একটি গ্রাম সঞ্চয় সমিতির সঙ্গে জড়িত হয়েছে এবং তারা নিয়মিত সঞ্চয় করে যা তাদের ঋণ পেতে সহায়তা করবে। কিন্তু দু'বছর আগে তারা কোন ধরনের ঋণ পাবার কথা চিন্তাই করে নি। টিইউপি কর্মসূচি অতিদরিদ্রদের জন্য একটি সহায়তামূলক উদ্যোগ- যা আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ব্র্যাকের অতিদরিদ্রদের নিয়ে কর্মসূচি শুরু হয় ২০০২ সাল থেকে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ব্র্যাক আফগানিস্তানে একইরকম কর্মসূচি শুরু করে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪০০ জন। শুরুতে বলে রাখা দরকার যে, এই কর্মসূচিটি বাংলাদেশের Targeting the Ultra poor (TUP) টিইউপি কর্মসূচির অবিকল প্রতিরূপ (Replication) মাত্র। ২০১১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে এই কর্মসূচির মূল্যায়নের জন্য একটি বেইজলাইন করা হয়েছিল এবং এর দু'বছর পর একটি ফলোআপ জরিপ করা হয়। তবে এই রিপোর্টে গুণবাচক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর আলোকপাত করা হবে।

তথ্য

আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশের তিনটি জেলা: বামিয়ান, ইয়াকাউলাং এবং পাঞ্জার-এ এই গবেষণাটি করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্য ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। তিনটি জেলায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৭০ জন যার মধ্যে ২৯ জন TUP সুবিধাভোগী এবং বাকিরা সুবিধাবঞ্চিত অতি দরিদ্র মানুষ। উল্লেখ্য যে, ৬টি FGD-এর মধ্যে ৩টি টিইউপি সুবিধাভোগীদের নিয়ে এবং বাকি ৩টি টিইউপিভুক্ত নয় এমন অতি দরিদ্রদের নিয়ে করা হয়েছে। উভয় দলকেই একই গ্রাম থেকে নির্বাচন করা হয়েছিল। বেইজলাইন তথ্য মতে, উভয় দলই আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সমতুল্য যারা সম্পদ বিন্যাসে (Wealth ranking) এর সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে। তথ্য সংগ্রহের সময় ছিল মে ২০১৩ সাল।

ফলাফল

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, আফগানিস্তানের টিইউপি সুবিধাভোগীরা সবাই সারা বছর আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকে এবং যারা টিইউপিভুক্ত নয় তারা শুধু গ্রীষ্মকালে কায়িকশ্রম

*'Quick assessment of TUP programme in Afghanistan: qualitative approach' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন প্রলয় বড়ুয়া।

বিক্রিতে নিয়োজিত থাকে। টিইউপি সুবিধাভোগীদের বাৎসরিক আয় যারা টিইউপিভুক্ত নয় তাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। এখানে উল্লেখ্য যে, টিইউপি সুবিধাভোগীরা গবাদিপশু-পালনে নিয়োজিত থাকে যা তারা ব্র্যাক থেকে পেয়েছে। টিইউপি সুবিধাভোগীদের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনের মধ্যে পেশা অন্যতম। কারণ গবাদিপশুপালন তাদের সারা বছর ব্যস্ত রাখে। গ্রীষ্মকালে টিইউপি সুবিধাভোগীরা তাদের গবাদিপশুর দুধ থেকে দই, ঘি, ঘোল তৈরি করে। এতে করে তারা দুধের সাথে মূল্য সংযোজন করে। অন্যদিকে শীতকালে টিইউপি সুবিধাভোগীরা ভেড়ার পশম থেকে কার্পেট, ব্যাগ তৈরি করে। কারণ শীতকালে গবাদিপশু দুধ উৎপাদন করে না বা করলেও খুবই সামান্য। এভাবে টিইউপি সুবিধাভোগীরা সারাবছর উৎপাদনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকে যা তাদের আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছে। অন্যদিকে টিইউপিভুক্ত নয় এমন সুবিধাভোগীরা শুধু গ্রীষ্মকালে তাদের শ্রম বিক্রি করে এবং শীতকালে তাদের কোন আয় রোজগার থাকে না। তারা সরকারি অনুদান বা অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা টিইউপিভুক্ত নয় তাদের কোন গবাদিপশুও নেই।

আফগানিস্তানের টিইউপি সুবিধাভোগীরা সবাই সারা বছর আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকে এবং যারা টিইউপিভুক্ত নয় তারা শুধু গ্রীষ্মকালে কায়িকশ্রম বিক্রিতে নিয়োজিত থাকে। টিইউপি সুবিধাভোগীদের বাৎসরিক আয় যারা টিইউপিভুক্ত নয় তাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি।

এই কর্মসূচির 'উপচে পড়া প্রভাব' (Spillover effect) বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। টিইউপি সুবিধাভোগীরা তাদের নিজ নিজ গ্রামে দুগ্ধজাত পণ্যের একটি অনানুষ্ঠানিক বাজার তৈরি করেছে। যারা টিইউপিভুক্ত নয়, তারা খুব কম খরচে টিইউপি সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে দুগ্ধজাত পণ্য ক্রয় করে যেমন: দই, ঘি, গোবরের জ্বালানি (চালমা বলা হয় আফগানিস্তানে) যা বাজার মূল্যের চেয়ে কম। এভাবে টিইউপিভুক্ত নয় এমন সদস্যরাও এ কর্মসূচির সুবিধা লাভ করছে যা তাদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সহায়তা করে। কারণ দুগ্ধজাত পণ্য একটি পুষ্টিকর এবং আদর্শ খাদ্য যা সবার জন্য প্রয়োজনীয়।

উপসংহার

আফগানিস্তানের টিইউপি সুবিধাভোগীরা একটি গ্রাম্য সঞ্চয় সমিতির সাথে জড়িত হয়েছে এবং তারা নিয়মিত সঞ্চয় করে যা তাদের ঋণ পেতে সহায়তা করবে। কিন্তু দু'বছর আগে তারা কোন ধরনের ঋণ পাবার কথা চিন্তাই করে নি। তাই টিইউপি কর্মসূচি অতিদরিদ্রদের জন্য একটি সহায়তামূলক উদ্যোগ- যা আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৫৩-৫৬

ব্র্যাক কর্মীদের সামাজিক ও আবেগপূর্ণ দক্ষতার একটি মূল্যায়ন*

রিফাত আফরোজ

এই গবেষণা থেকে দেখা যায় কর্মীরা তাদের আবেগপূর্ণ দিকসমূহ বুঝতে সক্ষম এবং এসব আবেগপূর্ণ দিকগুলোর সঙ্গে তারা মানসিক সংযোগ রক্ষা করেও চলে। আর এর মাধ্যমে কাজে তারা উৎসাহ পায়, মনোযোগী হয় এবং তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করে থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রে আবেগপূর্ণ দিকগুলো রাগ, উৎকণ্ঠা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে তারা কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশন ব্যক্তির সামাজিক ও আবেগপূর্ণ চাহিদার উপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এমনটা করার পূর্বে ঐসব চাহিদার পরিমাপ করা আবশ্যক হয়। এই গবেষণায় ব্র্যাক কর্মীদের সামাজিক ও আবেগপূর্ণ দিক পরিমাপের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার লক্ষ্যসমূহ ছিল ব্র্যাক কর্মীর মনোসামাজিক চাহিদাসমূহ পরিমাপে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা যাতে কর্মীদের সামাজিক ও আবেগপূর্ণ সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যায়। ব্র্যাক কর্মীদের আবেগপূর্ণ বোধশক্তি সম্পর্কে ধারণা করা গেলে তা কর্মীদের সুপারভাইজার এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাতে উক্ত কর্মীদের যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় এবং তাদের আরো দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

- কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সামর্থ্যের প্রেক্ষাপটে কর্মীর সামাজিক ও আবেগগত বোধশক্তি নির্ণয় করা;
- কর্ম সন্তুষ্টি এবং সামাজিক ও আবেগপূর্ণ বোধবুদ্ধির (Social and Emotional Intelligence) মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কী'না তা বের করা।

প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ৯ থেকে ১৪ স্তরের কর্মীদের এই গবেষণার জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়েছে। মানব সম্পদ বিভাগ থেকে ৬৩৮ জন কর্মীর একটি তালিকা পাঠানো হয়েছিল, এর মধ্যে ৪৩৮ জন পুরুষ কর্মী এবং ২০০ জন মহিলা কর্মী। এই সংখ্যক কর্মীকে আবার তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে ২২৮ জন ছিলেন ৯-১০ স্তরের, ২৯৭ জন ১১-১২ স্তরে, এবং ১১৩ জন ছিলেন ১৩-১৪ স্তরে। প্রতিটি দল থেকে অংশগ্রহণকারীদের দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছিল। ব্র্যাক হেড অফিসের কর্মীদের মধ্যে থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১৮০ জন কর্মী নির্বাচন করা হয়েছিল। প্রশ্নমালা ও দলীয় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

*'Assessment of social and emotional skills of BRAC staff' (২০১১) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

নির্বাচিত কর্মীদের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন সতর্কতার সঙ্গে পড়তে এবং যথাযথ বক্সে টিক্ চিহ্ন দিতে বলা হয়েছিল। তিনজন অংশগ্রহণকারী কোন উত্তর না দিয়ে শূন্য প্রশ্নপত্র ফেরত পাঠিয়েছে এবং তিনজন অংশগ্রহণকারী তাদের সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে নমুনার আকার চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৪ জনে।

এছাড়াও চারটি দলীয় সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি দলে পাঁচজন কর্মী অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্র্যাকে কাজ করার সময় কর্মীর সার্বিক অভিজ্ঞতার একটি ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রশ্নসমূহ দলের মধ্যে প্রতিটি কর্মীকে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয় যাতে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব মতামত প্রদান করতে পারে। দলীয় সাক্ষাৎকারে নারী-পুরুষ, বয়স, অভিজ্ঞতা এবং কর্মী স্তর বিবেচনা করে উত্তরদাতা বাছাই করা হয়।

গবেষণার সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিবিধ-উপাদান বিশিষ্ট সামাজিক ও আবেগপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা পরিমাপক বা স্কেল (Social-Emotional Intelligence scale)। কর্মক্ষেত্রে এই স্কেল বা পরিমাপক আবেগপূর্ণ অবস্থা অবলোকন করতে, বুঝতে এবং ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হয়।

উপাত্তের যথোপযুক্ত যথার্থতা, বিভিন্ন দল থেকে গৃহীত নমুনা এবং উপাত্ত সংগ্রহের মিশ্র পদ্ধতি এই গবেষণার সামর্থ্য হিসেবে দেখা যেতে পারে। অবশ্য মানুষ সাধারণত নিজেদের প্রতি বেশিমাত্রায় ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে এবং অন্যান্যদের প্রতি কম ইতিবাচক মনোভাব থাকে। এসব কারণে, স্ব-আরোপিত সামাজিক-আবেগপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা কখনো পক্ষপাতদুষ্ট উত্তর প্রদান করতে পারে।

আবেগপূর্ণ অবস্থা দর্শন ও মূল্যায়নে ব্যক্তির স্ব-বিবরণে নিজের আবেগপূর্ণ অবস্থা চিহ্নিত করা, মৌখিক প্রতিক্রিয়া এবং আচরণ সনাক্ত করা যায়। এই গবেষণায় যদি সহকর্মীদের সঙ্গে কর্মীরা কেমন আচরণ করে তার কিছুটা পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতো এবং কীভাবে নিজেদের আবেগ তারা প্রকাশ করে সেটাও দেখা যেতো, তা হলে কর্মীদের চাহিদার মূল্যায়ন আরো সঠিকভাবে করা সম্ভবপর হতো।

গবেষণার নৈতিক দিক

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল। তাদের স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণে সুযোগ দেওয়া হয়। কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা হয় নি। তাদের পরিচয় প্রশ্নপত্রে এবং গবেষণার গুণবাচক অংশে প্রকাশ করা হয় নি।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, কর্মীরা তাদের আবেগপূর্ণ দিকসমূহ সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম এবং এসব আবেগপূর্ণ দিকগুলোর সাথে তারা সংযোগ রক্ষা করেও চলে। এর মাধ্যমে কাজে তারা উৎসাহ পায়, মনোযোগী হয় এবং তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করে থাকে। অবশ্য আবেগপূর্ণ দিকসমূহ যেমন, রাগ, উৎকণ্ঠা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে তারা কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও আস্থা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব, মতৈক্য এড়িয়ে যাবার প্রবণতা এবং সুপারভাইজারদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার সম্পর্ক কম থাকা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত করে। গবেষণায় দেখা যায় যে, কর্মীরা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অন্যান্যদের চেয়ে সামাজিক ও আবেগপূর্ণভাবে বেশি সক্ষম। এক্ষেত্রে সাধারণ অভিমত হচ্ছে ব্র্যাক কর্মীরা হচ্ছে যথেষ্ট স্বতন্ত্র দলীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বেশ কয়েকটি বিষয় এক্ষেত্রে আরোপিত হতে পারে, যেমন- একটি বিষয় হচ্ছে ব্র্যাক কর্মী নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। যদিও একটি সাক্ষাৎকারে একটি কৌতূহল উদ্দীপক বিষয় উন্মোচিত হয়েছে, এক্ষেত্রে একজন কর্মী জানায় যে, যখন দলীয় কাজ সম্পন্ন করতে হয় সুপারভাইজাররা তখন নতুন কর্মীদের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মীর সঙ্গে কাজ করতে দেয়। ফলে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ধারার সৃষ্টি হয় যা সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি উন্নত করতে সহায়ক হয়।

ব্র্যাকের প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, কর্মীদের কাজের কার্যকারিতাকে ভিন্নভাবে বিভাগসমূহে এবং কর্মীদের কর্মস্তরের আলোকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আর এর উপর ভিত্তি করেই সামাজিক ও আবেগপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার আদর্শ নিয়মাবলীগুলোর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব চাহিদাগুলোতে একজন কর্মীর সামর্থ্য, মূল্যবোধ ও আগ্রহের সঙ্গে সদৃশ্যতা থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকতে পারে, তবে কর্মক্ষেত্রে আবেগপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার উপর পরিচালিত বেশিরভাগ গবেষণাই ব্র্যাকের চেয়ে ভিন্ন ব্যাপ্তিতে করা হয়েছে। যেমন, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং সাধারণভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানের উপর। তাই, ব্র্যাকের কার্য প্রকৃতি এবং এর মিশন অনিবার্যভাবে সামাজিক ও আবেগপূর্ণ সামর্থ্যে যুক্তিযুক্ত স্তরে রয়েছে এমন কর্মীদের আকর্ষণ করে।

ব্র্যাকের প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, কর্মীদের কাজের কার্যকারিতাকে ভিন্নভাবে বিভাগসমূহে এবং কর্মীদের কর্মস্তরের আলোকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আর এর উপর ভিত্তি করেই সামাজিক ও আবেগপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার আদর্শ নিয়মাবলীগুলোর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব চাহিদাগুলোতে একজন কর্মীর সামর্থ্য, মূল্যবোধ ও আগ্রহের সঙ্গে সদৃশ্যতা থাকতে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট চাকরির চাহিদা এবং সংগঠনের পরিবেশের সঙ্গেও এসব চাহিদার যথার্থতা থাকতে হবে। এধরনের কাঠামো শুধুমাত্র কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াতেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ব্র্যাকের ভিতরে কর্মীদের নিয়োজিত রাখার ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কর্মীদের সামর্থ্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিজেদের সম্পর্কে তাদের সচেতনতাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে সংগঠনের মধ্যে কোথায় তারা নিজেদের দেখতে চায় তাও স্থির করতে হবে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৫৭-৬২

গ্রামীণ বাংলাদেশে মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে পুরুষদের জানার পরিধি এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের সঙ্গে কোন পার্থক্য আছে কী?

সুমনা শারমীন সালাম, মার্গারেট জে. লেপার্ড, মো. মাহফুজ আল মামুন ও হাশিমা-ই-নাসরীন

গবেষণায় মা, নবজাতক ও শিশু পরিচর্যা বিষয়ে পুরুষরা কতটুকু জানে এবং স্ত্রীদের সঠিক পরিচর্যা সম্বন্ধে তাদের সচেতনতার মাত্রা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণাধীন এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক পুরুষ ও নারী বলেছেন যে, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে, প্রসবপূর্ব পরিচর্যা নেওয়ার ক্ষেত্রে, প্রসবকালীন সেবা গ্রহণে এবং প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যৌথভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন।

নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে গর্ভধারণের সময়ে নারীদের স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি করা এবং নবজাতকের শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই নয়, তার সুস্থ-সবল স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য একটি প্রধান চ্যালেঞ্জস্বরূপ। তাই, মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট লক্ষ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে মা, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচি (বর্তমানে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি) ২০০৫ সালের শেষের দিক থেকে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের ওপর নীলফামারী জেলায় একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে, এই কর্মসূচি ২০০৮ সালে রংপুর, গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহে আরম্ভ হয়। মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় পুরুষের অংশগ্রহণের ব্যাপারটি বহুদিন ধরেই প্রচলিত, তবে বিষয়টি নিয়ে বৃহৎ পরিসরে তেমন একটা কাজ হয় নি। এই গবেষণায় মা, নবজাতক ও শিশু পরিচর্যার বিষয়ে পুরুষদের জ্ঞান কতখানি এবং নিজের স্ত্রীর সঠিক পরিচর্যা সম্বন্ধে তাদের সচেতনতার মাত্রা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই কর্মসূচির ২০০৮ সালের কার্যক্রমের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, মা, নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্য (MNCH) কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সহযোগী হিসেবে নারীদের সঙ্গে তাদের পুরুষ সঙ্গীকেও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কারণ এ ধরনের অন্তর্ভুক্তি তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের আরো উন্নয়ন ঘটাবে।

এই গবেষণা জরিপে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোতে একজন পুরুষ কতটুকু জানে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং MNCH সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কতখানি থাকে সেটাও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় গ্রামীণ MNCH

*'Men's knowledge and practices of maternal, neonatal and child health in rural Bangladesh: Do they differ from woman' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন মো. মাহফুজ আল মামুন।

কর্মসূচিতে পুরুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত তথ্যাবলী কর্মসূচিকে আরো কেন্দ্রিভূত, সৃজনশীল ও কার্যকর কৌশল গ্রহণে সহায়তা করবে।

গবেষণা জরিপে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোতে একজন পুরুষ কতটুকু জানে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং MNCH সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কতখানি থাকে সেটাও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় গ্রামীণ MNCH কর্মসূচিতে পুরুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত তথ্যাবলী কর্মসূচিকে আরো কেন্দ্রিভূত, সৃজনশীল ও কার্যকর কৌশল গ্রহণে সহায়তা করবে।

এই গবেষণাটি 'মা, নবজাতক এবং শিশু বেঁচে থাকার পরিবেশ উন্নতকরণ' (IMNCH) প্রকল্পের কার্যক্রমভুক্ত চারটি জেলা (নীলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহ) এবং দুটি তুলনাধীন জেলাতে (নওগাঁ ও নেত্রকোনা) পরিচালিত হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল সেইসব ৭,২০০ পুরুষের কাছ থেকে যাদের স্ত্রীরা এই গবেষণা আরম্ভ করার পূর্ববর্তী বছরে গর্ভধারণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল বা যাদের ১২-৫৯ মাস বয়সী জীবিত বাচ্চা ছিল।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

<u>গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি</u>

গবেষণায় অংশ নেয়া পুরুষদের গড় বয়স ছিল ৩২ থেকে ৩৩ বছর। গবেষণাভুক্ত সকল এলাকাতেই পুরুষদের শিক্ষার মান ছিল নিম্নমুখী এবং গড়ে তারা চার বছর পর্যন্ত স্কুলে পড়েছে। যদিও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত পুরুষদের তিনটি দলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য দেখতে পাওয়া গেছে। যেমন: পুরুষদের প্রধান পেশার অন্তর্ভুক্ত ছিল দিনমজুরি ও কৃষি কাজ, ব্যবসা এবং ড্রাইভিং বা চালকের কাজ।

<u>সামাজিক নেটওয়ার্কে পুরুষদের অন্তর্ভুক্তি</u>

দেখা গেছে, গবেষণাভুক্ত এলাকায় পুরুষদের ১১.৭ শতাংশ, ১০.৩ শতাংশ এবং ২০.৩ শতাংশ বিভিন্ন ক্লাব, কমিটি বা সমিতির আনুষ্ঠানিক সদস্য। এসব সংগঠনের মধ্যে ছিল ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক সংগঠন। তিরানব্বই শতাংশ পুরুষ অনানুষ্ঠানিকভাবে বাজার এলাকায় বা চায়ের দোকানে প্রতিদিন গল্পগুজবে মিলিত হয়। তাদের আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে বিনোদন, রাজনৈতিক, এলাকার উন্নয়ন, খেলধূলা এবং ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত।

নির্বাচিত MNCH বিষয়সমূহে পুরুষদের ধারণা

ক. মেয়েদের বিয়ের ও সন্তান ধারণের বয়স

গবেষণায় পুরুষরা মেয়েদের বিয়ে ও সন্তানধারণের গড় বয়স সম্পর্কে মোটামুটিভাবে যথাক্রমে ১৮ ও ২০ বছর বলেছে।

খ. প্রসবকালীন পরিচর্যা (Antenatal Care)

যদিও ৯৫ শতাংশের বেশি পুরুষ গবেষণাধীন এলাকায় গর্ভকালীন সময়ে নারীদের প্রসবকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে সচেতন ছিল, তবে নীলফামারী জেলার পুরুষরা প্রসবকালীন পরিচর্যা উপদেশ ও পরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে বেশি সচেতনতা দেখিয়েছে। যেমন, রোগীর নাড়ী পরীক্ষার ক্ষেত্রে সচেতনতার এ হার নীলফামারীতে ছিল ৪২ শতাংশ, যেখানে রংপুর, গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহে এ হার ছিল ২১ শতাংশ। তুলনাধীন এলাকায় এ হার ছিল ২৬ শতাংশ। রক্তচাপ পরীক্ষায় সচেতনতার হার ছিল নীলফামারীতে ৬৫ শতাংশ এবং রংপুর, গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহে ১৭ শতাংশ তবে তুলনাধীন এলাকায় তা ছিল ৩২ শতাংশ। গর্ভবতী নারীদের তলপেট পরীক্ষায় (Abdominal exam) পুরুষদের সচেতনতা নীলফামারীতে ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ এবং রংপুর, গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহে ছিল ২৯ শতাংশ। তুলনাধীন এলাকায় ছিল ৫৬ শতাংশ।

গ. শিশু জন্মের প্রস্তুতি

শিশু জন্মকালীন প্রস্তুতির চারটি প্রধান উপাদান যেমন, ধাত্রী ঠিক করে রাখা- প্রসবের স্থান নির্ধারণ, অর্থ সঞ্চয় করে রাখা এবং ডেলিভারি কিট ক্রয় করা সম্পর্কে পুরুষদের সচেতনতা নীলফামারীতে ছিল ১.৫ শতাংশ, রংপুর, গাইবান্ধায় ও ময়মনসিংহে ছিল ০.৫ শতাংশ এবং তুলনাধীন এলাকায় ছিল ০.৩ শতাংশ।

ঘ. নবজাতকের যত্ন (Neonatal Care)

গবেষণাধীন এলাকায় নবজাতকের পরিচর্যার আবশ্যিক উপাদানগুলো সম্পর্কে পুরুষদের জানা থাকার ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতা দেখা যায় নি। তবে নীলফামারীতে অন্যান্য এলাকার তুলনায় অধিক সংখ্যক পুরুষের সঠিক ধারণা রয়েছে যেমন: শিশুর জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো সম্পর্কে, শাল দুধ খাওয়ানো, বুকের দুধ খাওয়াবার সময়সীমা সম্পর্কে,

সম্পূরক খাবার খাওয়ানো শুরু করা প্রসঙ্গে, নবজাতকের গোসল করানো এবং নবজাতকের মাথার চুল কাটা সম্পর্কে।

ঙ. নবজাতকের বিপদ চিহ্নসমূহ (Neonatal Danger Signs)

নীলফামারী জেলার ২৫ শতাংশ পুরুষ সচেতন ছিল ৩-৫টি নবজাতকের (Neonatal) বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে। রংপুর, গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহে এই হার ছিল ১০ শতাংশ। তুলনাধীন এলাকায় তা ছিল ৯ শতাংশ।

চ. ARI বা শ্বাসনালীর তীব্র প্রদাহজনীত সংক্রমণ

কর্মসূচি কর্তৃক প্রচারিত ১০টি বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে গবেষিত তিনটি এলাকায় প্রায় ৬৮-৭৭ শতাংশ পুরুষ মাত্র ১ থেকে ৩টি বিপদ চিহ্ন মনে রাখতে সমর্থ হয়েছে। তবে নীলফামারীতে এই হার ছিল ৭৭ শতাংশ।

ছ. ডায়রিয়া

গবেষণাধীন তিনটি এলাকাতেই ডায়রিয়া লক্ষণসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ডায়রিয়া হলে দেহের পানি স্বল্পতা কমাতে যে ওরাল স্যালাইন খেতে হবে সে সম্পর্কিত বিষয়টি সার্বজনীনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গবেষণধীন তিনটি এলাকাতেই পুরুষদের মধ্যে নবজাতকের বিপদ চিহ্নসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা দেখতে পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ পুরুষই মাত্র ১-৩টি বিপদচিহ্ন সম্পর্কে বলতে পেরেছে।

মাতৃস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর প্রতিবেদনের তুলনামূলক উপস্থাপনা:

- গবেষণার আওতামুক্ত সকল এলাকায় সাধারণভাবে মহিলা ও পুরুষদের মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক মতৈক্য দেখতে পাওয়া গেছে - পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে (৮৬.৩-৯২.২%), গর্ভপাতের অভিজ্ঞতা (৯১.৬-৯৩.৩%) এবং মাসিক নিয়মিতকরণে (৯৬.৮-৯৭.১%)।
- গবেষণাধীন এলাকার মধ্যে কমপক্ষে একটি প্রসবকালীন যত্ন নেওয়ার ঘটনার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় নি। অবশ্য যখন প্রসবকালীন যত্ন নেওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তখন নীলফামারীর পুরুষদের মধ্যে তাদের স্ত্রীদের এ সেবার

নেওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার কোন সংখ্যা পাওয়া যায় নি। এই সেবা গ্রহণে উভয়ের মতৈক্যের হার ছিল প্রায় ৫৩ শতাংশের কাছাকাছি। গবেষণায় তিনটি এলাকার প্রতিটিতে পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই জন্মকালীন প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় নি।

- ডেলিভারীর স্থান নির্ণয় এবং ডেলিভারীর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারী-র ব্যবহার সম্পর্কে সব এলাকাতেই নারী ও পুরুষদের মধ্যে ভালো থেকে প্রায় সঠিক মতৈক্য দেখতে পাওয়া যায়। যদিও পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের ডেলিভারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারী দ্বারা হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে অনেকটা কম জ্ঞাত ছিলেন।
- সাধারণভাবে পুরুষ এবং নারী উভয় প্রতিবেদনে বলা হয় যে, রংপুর, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ এবং তুলনাধীন এলাকার চেয়ে নীলফামারীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা প্রসবপরবর্তী যত্ন বেশি পেয়েছিল। তবুও দেখা যায় যে, নীলফামারীতে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের প্রসব পরবর্তী যত্ন (PNC) সম্পর্কে এখনও সচেতন নয়। এক্ষেত্রে মতৈক্যের হার ছিল ৬২.৬ শতাংশ।
- গবেষণাধীন এলাকা নির্বিশেষে অধিক সংখ্যক পুরুষ তাদের স্ত্রীদের তুলনায় নবজাতক বা ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক জটিলতা সম্পর্কে বলতে পেরেছে। মায়ের স্বাস্থ্য সমস্যা বা জটিলতা সম্পর্কে পুরুষ-নারীর মতৈক্য মোটামুটি থেকে ভালো থাকলেও নবজাতক ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর অসুস্থতার (যেমন ARI ও ডায়রিয়া) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরুষরা তাঁদের স্ত্রীদের চেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে বেশি সচেতন ছিল।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গবেষণাধীন সকল এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষ এবং তাদের স্ত্রীরা জানিয়েছে যে, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, প্রসবপূর্ব পরিচর্যা, প্রসবকালীন সেবা এবং প্রসবপরবর্তী সেবা গ্রহণে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নীলফামারী জেলায় অধিক সংখ্যক মহিলা জানিয়েছে যে, ব্র্যাক কর্মীদের কিছুটা প্রভাব তাদের ওপর পড়েছে। যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের প্রভাব ছিল প্রসবপূর্ব সেবায় (১৮.৮%), ডেলিভারি (১৩.৯%) এবং প্রসব পরবর্তী সেবায় (১০.৭%)। একইভাবে

গবেষণাধীন তিনটি এলাকায় উল্লেখিত সেবাসমূহ গ্রহণে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা হয় এককভাবে অথবা যৌথভাবে প্রভাব খাটিয়ে থাকে।

উপসংহার

গবেষণার আওতামুক্ত সকল এলাকায় সাধারণভাবে মহিলা ও পুরুষদের মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক মতৈক্য দেখতে পাওয়া গেছে - পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে (৮৬.৩-৯২.২%), গর্ভপাতের অভিজ্ঞতা (৯১.৬-৯৩.৩%) এবং মাসিক নিয়মিতকরণে (৯৬.৮-৯৭.১%)।

যদিও গবেষণাধীন এলাকাসমূহে পুরুষদের মৌলিক জনমিতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ একইরকম ছিল, তথাপি মা ও শিশু খাদ্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ও সেবা নেওয়ার অভ্যাসে পার্থক্য দেখতে পাওয়া গেছে। এসব পার্থক্যগুলো কর্মসূচির প্রভাবের ক্ষেত্রে সহজে আরোপ করা চলে না। সার্বিকভাবে এটা দেখা গেছে যে, যেখানে কয়েক বছরব্যাপী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রচারণা চলেছে, যেমন - ডায়রিয়ার মোকাবেলায় ওর‍্যাল স্যালাইন এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত প্রচারণা চালানোর পর দেখা গেছে এ সম্পর্কে জানার স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবা নেওয়ার অভ্যাসের পরিবর্তনও দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু নবজাতকের যত্ন নেওয়া সম্পর্কিত নতুন বার্তা প্রচারণার সময় কম হওয়াতে মানুষের জানার পরিধি যেমন কম, তেমনি এ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের অভ্যাসও কম পরিলক্ষিত হয়েছে।

© BRAC

নির্যাস ২০১৪ ডিসেম্বর;২৫:৬৩-৬৪

মাঠ পর্যায়ে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের খরচ প্রসঙ্গে ব্র্যাক কর্মসূচির অভিজ্ঞতা*

মো. নাসির উদ্দিন খান, জাহিদুল কাইয়ুম, তাসমিন কাইয়ুম, হাশিমা-ই-নাসরীন, শাহ নূর মাহমুদ ও টিম এনসর

ব্র্যাক জাতীয় কৌশলসমূহ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে খাপখাওয়াতে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় 'মা' নবজাতক ও শিশুর বেঁচে থাকার পরিবেশ উন্নতকরণ' (IMNCS) প্রকল্প চালু করেছে। এ গবেষণাটির উদ্দেশ্য ছিল 'মা', নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ব্র্যাকের অর্থনৈতিক ব্যয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।

বাংলাদেশের মত দরিদ্র একটি দেশে যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল সেখানে মাঠ পর্যায়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার যে কোনো প্রচেষ্টাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় জাতীয় কর্মকৌশল ও জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goals (MDG) অর্জন করার লক্ষ্যে ব্র্যাক বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দারিদ্রপীড়িত গ্রাম এলাকায় পাঁচবছর মেয়াদী (২০০৮-২০১২) একটি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি চালু করে। উদ্দেশ্য ছিল এতদঞ্চলে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো এবং মৃত্যুহার কমানো। যে কোনো কর্মসূচিই প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। সম্প্রতি ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ এই কর্মসূচির বিভিন্নখাতে খরচ কি রকম হয়েছে, কিভাবে আরো সাশ্রয় করা যেতো, কিভাবে এই খরচে আরো বেশি সেবা দেয়া যেতো বা কর্মসূচিতে বর্ধিত খরচ যুক্তিসংগত ছিল কী না তা দেখার জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়। এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করা হয় কর্মসূচির অধীন দু'টি জেলা (নীলফামারী এবং গাইবান্ধা) এবং এর বাইরের একটি জেলা থেকে (নেত্রকোণা) যেখানে আবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা (Essential healthcare বা EHC) কার্যক্রম চালু ছিল। গবেষণার জন্য এই কর্মসূচির ২০০৯ সালের কার্যক্রমের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২০১০ সালের এপ্রিল-মে মাসে।

সেবাদাতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গবেষণাটি করা হয় ২০০৯-এর সকল কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নিয়ে। সেবা দেয়ার জন্য যে সকল সম্পদ জড়ো করা হয় তা চিহ্নিত করা হয়, গণনা করা হয়, এবং তার মূল্যমান টাকার অংকে হিসাব করা হয়। এই কর্মসূচিতে যারা স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে তাদের সুযোগ হারানোর মূল্যমান (Opportunity cost) নির্ধারণ ও গবেষণায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বাজার মূল্য পদ্ধতি (Market value approach) ব্যবহার করা হয়। প্রসবপূর্ব, প্রসব-

*'Costs of providing maternal, newborn and child healthcare: estimates from BRAC's IMNCH programme in rural Bangladesh' (২০১২) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন হাসান শরীফ আহমেদ।

পরবর্তী, গর্ভপাত পরবর্তী, স্বাভাবিক প্রসব এবং নবজাতকের প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের তথ্য জোগাড় করা হয়। জেলা পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। খরচ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ ব্র্যাক এবং প্রকল্পের হিসাব শাখা থেকে নেওয়া হয়। মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের সময়ের মূল্যও নির্ধারণ করা হয়। প্রাপ্ত সকল তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পে মোট ব্যয় হয় নীলফামারীতে প্রায় ৬.৬ কোটি টাকা এবং গাইবান্ধায় ৯.১৩ কোটি টাকা। গড়ে প্রতিটি গর্ভকালীন সেবার খরচ প্রায় ৮০ টাকা। এরকম ৪টি সেবা ও একটি গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের মোট খরচ গড়ে ৩৩৭.৫০ টাকা। কর্মসূচি এলাকায় গর্ভবতীর বাড়িতে প্রসবের খরচ পড়ে গড়ে ১,৪৫৭ টাকা (স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীর স্বেচ্ছাশ্রমের মূল্য সমেত)। একইভাবে প্রসূতিকালীন সেবার গড় খরচ ১১৫ টাকা, যা কিনা অন্যান্য খরচের হিসাবের চেয়ে কম। গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলায় ২০০৯ সালে এই কর্মসূচি থেকে মোট ১২,৮৬৪টি জটিল কেস (মা ও নবজাতক সংক্রান্ত) বিভিন্ন হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

আবশ্যিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির (EHC) তুলনায় ব্র্যাকের 'মা' নবজাতক ও শিশুর বেঁচে থাকার পরিবেশ উন্নতকরণ' (IMNCS) প্রকল্পের মতো কর্মসূচিতে আরো অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে ব্র্যাক আরো বেশি করে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারে এবং সমাজও বেশি করে উপকৃত হতে পারে।

অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবার তুলনায় এ ধরনের কর্মসূচিতে ব্র্যাক যদি আরো বেশি খরচ করে তবে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা আরো বেশি কার্যকরভাবে দেয়া সম্ভব। স্থানীয় লোকজনকে যদি স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার ব্যাপারে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা যায় তা হলে কর্মসূচির গড়পড়তা খরচ আরো কমে যাবে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত ব্যয় হিসাব করার পদ্ধতিটি যদি মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচির লোকজন করতে পারে তবে তারা তাদের সেবাসমূহের ব্যয় নির্ধারণ করে কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় কাট-ছাঁট করে বা পরিবর্ধন করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে এবং সেবার মান ও উপযোগিতা বাড়াতে পারবে।

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক খবর

আর্থ-সামাজিক

মূলধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অতিদরিদ্রদের একীভূতকরণে ব্র্যাকের সিএফপিআর কর্মসূচি কতখানি ফলদায়ক?

দলীয় গতিশীলতা কীভাবে বিকশিত হচ্ছে তা নির্ধারণ এবং ঝুঁকিতে থাকা নারীদের আইনী অধিকার পাবার স্বরূপ নির্ধারণ

ব্র্যাকের ওয়াশ কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং পানি দূষণরোধে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা: একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জ্ঞান, মনোভাব এবং অভ্যাস: ব্র্যাকের ওয়াশ কার্যক্রম-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

তানঞ্জানিয়ায় ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচি স্থগিত হওয়ার পর কমিউনিটি স্বাস্থ্য প্রমোটারদের অবস্থা

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক

জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে মা, নবাতক ও শিশুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটির ভূমিকা

গ্রামীণ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে মা, নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্যের উপর একটি মধ্যবর্তী জরিপ

নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান: বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও উগান্ডায় ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবিকাদের ভূমিকা

brac